

श्रिंग निवा



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 24 Issue ● 24 January, 2022, Monday ● ১০ মাঘ, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

শিক্ষামন্ত্রী জানেন না নেতাজিকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা,২৩ জানুয়ারি।। " ভারত মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান, আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম সৈনিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে আমার সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম।" আজাদ-হিন্দ-



ফৌজ'র সর্বাধিনায়ককে 'অন্যতম সৈনিক' বলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেওয়া হয়েছে, সাথে একটি ছবি, সেখানে নেতাজি'র পেছনে গেরুয়া রঙের বৃত্ত। নেতাজিকে 'অন্যতম সৈনিক' বলা মানে অন্য আরও অনেকের মধ্যে একজন, বহুর মধ্যে একজন বলা এই পোস্ট দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিকে বহুজনের মধ্যে একজন বলা হয় না, প্রধান কোনও ব্যাক্তিকে 'অন্যতম' বলা যায় না, আর নেতাজি তো আজাদ-হিন্দ-ফৌজ'র সর্বাধিনায়ক ছিলেন, তিনি 'অন্যতম সৈনিক' 'সর্বাধিনায়ক, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর

মেয়াদ গেল এক্স-রে প্লেটের

এই বোধ 🏻 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. উদয়পুর,২৩ জানুয়ারি।। গোমতী জেলা হাসপাতালে অনেক টাকার এক্স-রে প্লেট অবহেলায় নম্ট হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। একটার ওপর একটা প্যাকেট পড়ে আছে, তাদের কিছু 'ডিফেকটিভ' এবং কিছু 'এক্সপায়ার্ড' বলে মন্তব্য করেছেন দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী কামনাশিস বৈদ্য। তার মতে, দশ-বার প্যাকেট এক্স-রে প্লেট আর কাজে লাগানোর মত নয়, তাদের কিছ প্যাকেট ছিলই নম্ভ, সেগুলি দিয়ে ছবি উঠে না, আর কিছু প্যাকেটের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। ডিজিটাল এক্স-রে প্লেটের মেয়াদ কী করে ফুরিয়ে যায় তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কোভিড সময়ে কাশি নিয়ে প্রচর মান্য আসেন, তাছাডাও অক্টোবর -নভেম্বর মাস থেকেই কাশির প্রকোপ বাড়তে থাকে, তাদের এক্স-রে করানোর কথা অনেক ক্ষেত্রেই বলা হয়, একটি জেলা হাসপাতালে ব্যবহার হওয়ার আগেই প্লেটের মেয়াদ ফুরিয়ে যায় কী করে, • এরপর দুইয়ের পাতায় [|]

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চৌধুরী তার স্ত্রীর ভুল চিকিৎসার চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য লাখ, মানপত্র আর উত্তরীয়সহ ডাঃ আগর তলা, ২৩ জানুয়ারি।। অভিযোগ এনে গত ২০০৬ সালে সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ্যে আগরতলা পশ্চিম থানায় চলছে নানান প্রশ্ন। পূর্ণরাজ্য দিবসে এফআইআর দায়ের করে বলেছেন, রাজ্য সরকার আদালতে দোষী তার স্ত্রী শ্রাবণী দেব'র পেটে অস্ত্রোপচারের পর কেয়ার অ্যান্ড কিউর নার্সিংহোমে ডাক্তার প্রতাপ সান্যাল রোগিণীর পেটে সার্জিক্যাল ড্রেনেজ পাইপ রেখেই তাকে ছুটি

সাব্যস্ত এক চিকিৎসককে ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান জ্ঞাপন করলো।এই ঘটনায় হতচকিত সমাজের নানান অংশের মানুষ। ভুল চিকিৎসার কারণে ডাঃ প্রতাপ সান্যালের বিরুদ্ধে মামলা হয়, আদালতে তার দোষ প্রমাণিত হয়। এবার দেখা গেলো সেই চিকিৎসক প্রতাপ সান্যালকে পুরস্কারের তোড়া বাধা ফুল ধরিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। ভল চিকিৎসা এবং কর্তব্যে গাফিলতির কারণে এক সাংবাদিকের স্ত্রীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে আদালতে এক মামলায় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপ সান্যাল আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়। প্রসঙ্গত, আনন্দ্রাজার পত্রিকার সাংবাদিক বাপী রায়

সাব্যস্ত ডাক্তার ত্রিপ্র

আদালতে দোষী সাব্যস্ত ডাক্তার প্রতাপ সান্যাল'র হাতে এই পুরস্কার পেয়েছেন ত্রিপুরা বিভূষণ পুরস্কার। তুলে দিয়েছেন, চিকিৎসায় বিশেষ



নানা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ডাঃ প্রতাপ বিভূষণ-ই তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সান্যাল'র অস্ত্রোপচারে এক রোগী নাগরিক পুরস্কার, নগদে মং পাঁচ সুস্থ হওয়ার বদলে অসুস্থ হয়ে

২৩ দিনে

৩৪ মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। করোনা

আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই

চলেছে। রাজ্যে ছুটির দিনগুলোতে

করোনা পরীক্ষার সংখ্যা নেমে

এলেও, থেমে নেই শনাক্ত হওয়ার

বিষয়টি। এখন প্রতিদিন শত-শত

রাজ্যবাসী করোনা আক্রান্ত

হচ্ছেন। এই বিষয়টিতে রীতিমত

ধাতস্থ হয়ে গেছেন রাজ্যবাসী। কিন্তু

সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, গত দুই

কিস্তির মত এবছরও মৃত্যু ঠেকানো

যাচ্ছে না। গত তিনদিনে ১৩ জন

করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

গত দু'দিনে ৮ জন। গত ৭ দিনে

মোট ২৮ জন করেনা আক্রান্ত হয়ে

মারা গেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন

৪ জন করে মারা যাচ্ছেন। এদিকে

গত ১৩ দিনে বাজে করোনা

আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মোট

৩৪ জন। এ মাস শেষ হতে আরও

৭ দিন বাকি। একই গড়ে যদি মৃত্যু

চলতে থাকে তাহলে মাসের শেষে

করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর

সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০-এর কোঠায়

গিয়ে দাঁড়াবে। এই পরিস্থিতিতে

পেটেই রেখে দিয়েছিলেন ড্রেনেজ পাইপ। পেট ব্যাথা নিয়ে পরে সেই রোগী তার কাছে গেলেও, প্রতিকার হয়নি। কলকাতায় গিয়ে আবার অপারেশন করে সেই ডেনেজ পাইপ বের করার পর

যন্ত্রণা থেকে মক্তি পান রোগী। অভিযোগ, রাজনৈতিক লবি ধরেই এই পুরস্কার জোগাড় হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি সরকারে আসার পর একসময়ের বামপন্থী পরিচয় দেওয়া অনেক ডাক্তার রামপন্থী হয়েছেন, অনেকের আবার গোপন পরিচয় বেরিয়ে এসেছে, বহুদিনের পুরোনো সংঘ সেবক বলে। ২০০৬ সালে সাংবাদিক বাপী রায় চৌধুরী এই অভিযোগ দায়ের করেন পশ্চিম আগরতলা থানায়। সেই মামলা বছরের পর বছর চলে। ২০১৯ সালে ট্রায়াল কোর্ট ডাঃ সান্যালকে

দোষী সাব্যস্ত করে দায়িত্বে অবহেলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আমবাসা, ২৩ জানুয়ারি ।। বিভিন্ন

সরকারি দফতরে এমন কিছু

আমলা আধিকারিক রয়েছে যারা

অধস্তন কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন

ভাতা প্রদান করার সময় পরিবেশ

এমন করে তুলে, যেন নিজের

পৈত্রিক সম্পত্তি উজাড় করে

দিচ্ছে। এই সব আমলাদের ভাত

দেওয়ার মুরোদ নেই কিন্তু কিল

মারার গোঁসাই। পুলিশ দফতরে

এমনই এক গোঁসাই ঠাকুর হলেন

ধলাই জেলার সদ্য প্রাক্তন

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্লোল

রায়। যিনি বর্তমানে টিএসআর

অস্টম বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডেন্ট

হিসাবে কর্মরত। গত ১১ জানুয়ারি

তিনি ধলাই জেলার অতিরিক্ত

পুলিশ সুপারের দায়িত্ব বি কে

দেববর্মার নিকট হস্তান্তর করে নতন

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার আগে

ধলাই জেলা পুলিশের ডিডিও

কাজে লাগিয়ে এই জেলার প্রায়

দেড় হাজার পুলিশ কর্মী ও

নন-গেজেটেড আধিকারিকদের

ন্যায্য বেতনে বড়সড় কাঁচি চালিয়ে

যান। কোন কারণ বা উধর্বতন

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়াই শুধুমাত্র

এবং ভুল চিকিৎসার জন্য। একবছরের জেল হয় তার শাস্তি, তবে সেই সাজা তখনই প্রয়োগ না করে তাকে একবছরের প্রবেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সাথে ১০ হাজার টাকার বন্ড। ডাঃ সান্যাল ক্ষতিপুরণ হিসাবে ভোক্তা আদালতের রায়ে ২ লাখ ক্ষতিপুরণও দিয়েছেন রোগীকে। ডাঃ সান্যাল একবার হাইকোর্টেও আবেদন করেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করার জন্য। হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে ট্রায়াল কোর্টে মামলা চলার পক্ষেই মত দেয়। কিন্তু এই সরকার ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে মঞ্চে তাকে ডেকে এনে তার হাতে যেভাবে পুরস্কার তুলে দিলো, তাতে যথেষ্ট সন্দেহের মখে দাঁডিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন সাধারণ মানুষ। গত ২১ তারিখ শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী এরপর দুইয়ের পাতায়

বেতনে কাচি

বলা যাবে না। এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ

পুলিশকর্মীদের একাংশ এই

অনৈতিক বেতন কাটার ফরিয়াদ

নিয়ে পুলিশ মহানির্দেশকের

দরবারে হাজির হচ্ছেন বলে জানা

গেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে,

ত্রিপুরা পুলিশের কনস্টেবল থেকে

শুরু করে সাব ইন্সপেকটর পদ

পর্যন্ত সকল পুলিশকর্মীরা বারো

মাসের বছরে তেরো মাসের বেতন

পেয়ে থাকেন। অতিরিক্ত

একমাসকে ত্রিশ দিন ধরে দেওয়া

হয় এই বেতন। যা সাধারণত ১৫

জানুয়ারি নাগাদ পেয়ে থাকে

পুলিশিকর্মীরা। এবছরেও ওই

দিনেই অতিরিক্ত মাসের বেতন

পেয়েছে গোটা রাজ্যের পলিশকর্মী

ও আধিকারিকরা। কি সমস্যা হল

রাজ্যের সাতটি জেলার

পলিশকর্মীরা ৩০ দিনের বেতন

পেলেও ব্যতিক্রম ধলাই জেলা।

এই জেলার পুলিশকমারা পেয়েছে

জেলার পুলিশকর্মীরা ন্যুনতম দেড়

হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা

পর্যন্ত কম পেয়েছে। খোঁজ নিয়ে

জানা যায়, সদ্য প্রাক্তন অতিরিক্ত

পুলিশ কল্লোল রায় ধলাই জেলা

ছেড়ে যাওয়ার আগ মুহুর্তে এই কাঁচি

চালিয়ে গেছেন। দুই একজন

সাহসী পুলিশকর্মী মোবাইল যোগে

কল্লোলবাবুর কাছে বেতন কম

পাওয়ার কারণ জানতে ছাইলে উনি

জানিয়ে দেন ২৯ দিনের বেতন

দেওয়াই নিয়ম। তবে অন্য সকল

জেলার পুলিশকর্মীরা কিভাবে ৩০

দিনের বেতন পেল এই প্রশ্নের

উত্তরে তিনি নাকি বলেন যে, অন্যরা

সবাই ভূল করে একদিনের বেতন

বেশি দিয়েছে। তিনি ভূল করেননি।

কিন্তু বঞ্চিত পুলিশকর্মীদের

অনেকেই 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায় 📗

হিসাবে দায়িত্বে থাকার ক্ষমতাকে ২৯ দিনের। এর ফলে ধলাই

চোখে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৩ জানুয়ারি।। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন — সামাজিক মাধ্যমে এই পোস্ট দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিজেপির জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক র পক্ষর দে। গোটা সাব্রুম মহকুমাতেই তুমুল



জনপ্রিয় এই যুব নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই যুব নেতা কোন হতাশার বশবর্তী হয়ে এমন সিদ্ধান্ত বেছে নিয়েছেন তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ক'দিন আগে তাকে মণিপুরে দলীয় প্রচারের কাজেও পাঠানো হয়েছিলো রাজ্য থেকে। সেখানে তিনি দলীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করে ফিরেও আসেন। ভালোই করছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম। রবিবার দুপুরে হরিণা বাজারেও আসেন তিনি। বন্ধদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং আড্ডা মারেন। গিয়েছেন বিজেপি অফিসেও। সেখানেও দলের কার্যকর্তারা তার চোখেমুখে কোনও হতাশার ভাব দেখতে পাননি। বরং



তিনি খোশমেজাজেই ছিলেন। এরপর বাড়ি ফিরে এসে জীবনের চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তিনি। জানা গেছে, তার বাড়ি হরিণার গোয়াচাঁদ নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্টারপাডায়। মূলত ২০০৮-০৯ সালে যুব কংগ্রেসের কর্মী হিসেবেই রূপঙ্কর তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলো। সেই সময় সাব্রুম কলেজের ছাত্র রূপঙ্কর প্রথমে ছাত্র রাজনীতি পরে যুব কংগ্রেসের সঙ্গে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময়কার যুব কংথেস নেতা বর্তমানের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত ধরেই মূলত তার রাজনৈতিক জীবনের উত্থান। এরপর ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনের • এরপর দুইয়ের পাতায়

বেআইনি সিমের ঠিকানা কলকাতায়

দিয়েছিলেন। রোগিণী হাসপাতাল

থেকে ছটি নিয়ে বাডি যাওয়ার পর

দিন দশেকের মাথায় তার তলপেটে

অসহনীয় ব্যথা অনুভব করতে

থাকেন। আবার হাসপাতাল ডাক্তার

করে দেখা যায় শল্য চিকিৎসক

প্রতাপ সান্যাল অস্ত্রোপচারের পর

রোগিণীর পেটে ভুল করে

সার্জিক্যাল ডেনেজ পাইপ রেখে

গেছেন। ডাক্তার প্রদীপ চক্রবর্তী

এবং ডাক্তার প্রদীপ ভৌমিকের

চিকিৎসার পর কলকাতার ডাক্তার

ওম তাঁতী সেইসব সামগ্রী রোগিণীর

পেট থেকে বের করে আনেন।

রাজ্যের গাঁজা কারবারিদের খুঁজতে ময়দানে কেন্দ্রীয়, কলকাতা পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। এ মাসের ১০ তারিখ শহরের পুলিশ দিবস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে

যোগাযোগ রক্ষা করে গাঁজা কারবারিরা। লোমহর্ষক এই তথ্য এডিনগর পুলিশ লাইনে অবস্থিত কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেই মনোরঞ্জন দেববর্মা স্টেডিয়ামে রাজ্য পুলিশের একটি সূত্রকে জানানো হয়েছে বলে খবর। গাঁজা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্তুভিযানে নেমে রাজ্য পুলিশের স্পষ্টত ঘোষণা দিয়েছেন, রাজ্যে বেশ কয়েকজন উচ্চ আধিকারিক গাঁজা কারবারিদের ধরতে গিয়ে বা এবং কর্মীরা হয় রক্তাক্ত হয়েছেন, গাঁজা ক্ষেত ধ্বংস করার অভিযানে নয় গ্রামবাসীদের দৌড়ানি নেমে পুলিশ যদি কারোর হাতে খেয়েছেন। পুলিশ এখন পর্যন্ত



আক্রান্ত হন, তাহলে তাদের কাউকেই ছেড়ে কথা বলা হবে না। এই বক্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই, রবিবার রাজ্য পুলিশের হাতে গাঁজা পাচারকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এসে পৌঁছেছে। গত কয়েক বছরেও এ সংক্রান্ত কোনও তথ্য রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে ছিল না বলে খবর। খবর এটাই, কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু দোকান থেকে বাংলাদেশের সিমকার্ড নিয়ে রাজ্যে চলে আসে গাঁজা কারবারিদের সঙ্গে যুক্ত

তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। যে রাজ্য পুলিশ গাঁজা অভিযানে নেমে নিজেরাই রক্তাক্ত হন, সেই পুলিশ বাহিনী বাংলাদেশের বেআইনি সিমকার্ড ব্যবহার করে কারা গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত তা খুঁজে বের করতে পারবেন, এটা ভাবাও অলিক স্বপ্ন হবে। তবে ঘটনা এটাই, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা কলকাতায় বাংলাদেশের সিমকার্ড বিক্রির ব্যাপারে ময়দানে নেমেছেন। মধ্য কলকাতার প্রায় অনেকেই। সেসব সিমকার্ড দিয়েই ২০টি দোকান শনাক্ত করে রিপোর্ট

দিয়েছেন গোয়েন্দারা, যেখান থেকে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশি সিমকার্ড বিক্রি হচ্ছে। সেই দোকানগুলো থেকে রাজ্যের অনেকেই গত ৮/৯ মাসে প্রচুর সিমকার্ড সংগ্রহ করেছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একেক মাসে ওই দোকানগুলোতে শত-শত সিমকার্ড বিক্রি হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও বিষয়টি নিয়ে সজাগ হয়েছেন এবং রাজ্যের গাঁজা পাচারকারিদের সঙ্গে কিভাবে সিম বিক্রেতাদের যোগাযোগ, তা বের করার চেষ্টা চলছে। গত মাসখানেক আগে, পূর্ব কলকাতার আনন্দপুর এলাকা থেকে ১৮ জন বাংলাদেশি আটক হয়েছেন।তাদের মধ্যে বিদেশে বাংলাদেশি যুবকদের পাচারচক্রের মাথাও রয়েছে। কলকাতায় বসে বেআইনিভাবে বাংলাদেশি সিমকার্ড দিয়ে, সেখানকার এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত অনেকে। চোরাপথে কলকাতায় সিমকার্ডগুলো এসে পৌঁছাচ্ছে। গত কয়েক মাসে সিমকার্ডের বিক্রি হু হু করে বেড়েছে। মূলত মধ্য কলকাতার কিছু এলাকায়, যেখানে বাংলাদেশি ও এ রাজ্যের অনেকেই গিয়ে নানা হোটেলে ওঠেন, সেই এলাকাতেই মূলত রাজ্যের গাঁজা পাচারকারিদের যাতায়াত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার অনেকেই ওই দোকানগুলোতে গিয়ে বাংলাদেশের সিমকার্ড

গেলেন ? 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায় জৈব চাষ মাথা তুলতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

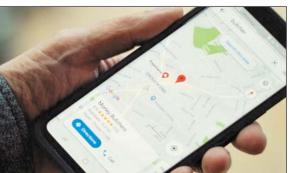
প্রধান কয়েকটি প্রশ্ন এখন নিজের মর্জিতে প্রত্যেক পুলিশ জনমনে। যিনি বা যারা করোনা কর্মীদের একদিনের বেতন কেটে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন, নেন করিৎকর্মা পুলিশ কর্তা উনাদের মধ্যে 'ওমিক্রন' কল্লোল রায়। আর এতে গোটা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে কতজন মারা ধলাই জেলার পুলিশ মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কিন্তু কল্লোলবাবু ওই পদ থেকে বদলি হয়ে টিএসআর-এ চলে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ পুলিশকর্মীরা তাদের বেতনে কাঁচি চালানোর কারণ জানতে উনাকে পাচ্ছে না। আর নতুন যিনি এই পদে এসেছেন উনার জবাব পারল না হল আমি সদ্য এসেছি সূতরাং কিছু

আগরতলা,২৩ জানুয়ারি।। ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যে ২০১৬ সাল থেকে জৈব মিশন চলছে। কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যে এখন অবধি ৬০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়। আরো ১৫০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ করার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু জৈব চাষ নয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সংস্থা তৈরি করে আয় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ করার কথা। কিন্তু ত্রিপুরা কৃষি দফতরের ব্যর্থতায় এই প্রকল্প আজ অবধি সাফল্য অর্জন করেনি। রাজ্যস্তরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকার কথা। কৃষি মন্ত্রণালয় বার বার চিঠি দিয়েছে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি করতে। অভিযোগ, এই বিভাগ রাজ্যে তৈরি না করার কারণ মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ তৈরি হলে সেই মিশনের অধিনে চলে যাবে এই প্রকল্প। মণিপুরে স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে যাচ্ছে, স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ছামনু, ২৩ জানুয়ারি।। প্রশ্ন একটাই, একের পর এক ব্লক এবং পঞ্চায়েতে দুর্নীতির তথ্য সহকারে প্রকাশিত হওয়ার পরেও সরকার চুপ কেন? প্রশ্ন এটাও, হয় সরকারি মদতে কেলেক্ষারির ঘটনা ঘটছে, নয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো হিম্মত সরকারের নেই। নইলে তথ্য সহকারে কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশের পরেও কোনও তরফে কোনওরকম হেলদোল নেই। এবার আর্থিক কেলেঙ্কারির পাশাপাশি জিও ট্যাগিংয়ে কেলেঙ্কারির খবরও সামনে এসেছে। আর এটাও রেগার ক্ষেত্রে। জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ধলাই জেলার ছামনু ব্লুকে রেগায় ২০০০টি কাজ শুরু হওয়ার আগে জিও ট্যাগিং করতে নেমে মোট ১৯১৮টি করেই থেমে যায় জিও ট্যাগিং প্রক্রিয়া। বাদবাকি ৮২টি কাজের ক্ষেত্রে কোনওরকম জিও ট্যাগিং হয়নি। এরপরেও ২০০০টি

কাজের মধ্যে কাজ হয়েছে মাত্র কথা। কিন্তু মাত্র ১৫১টিতে জিও ১৭৫১টিতে।প্রথা মোতাবেককাজ চলাকালীন সময়েও জিও ট্যাগিং করতে হয়। ১৭৫১টি কাজেরই জিও ট্যাগিং করার কথা। কিন্তু করা হয়েছে মাত্র ১৩১৭টিতে। বাদবাকি

ট্যাগিং করা হয়েছে। বাদবাকি ৯৩টি কাজের ক্ষেত্রেই জিও ট্যাগিং বন্ধ হয়ে যায়। অথচ চলতি অর্থবছরের মাত্র দুইমাস বাকি। এই সময়ের মধ্যে জিও ট্যাগিং কবে নাগাদ ৪৩৪টি কাজের ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হবে তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা



দিয়েছে। অভিযোগ, এক্ষেত্রে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের তরফেও কোনওরকম তদারকি করা হচ্ছে না। সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীলবাবু নাকি বিভিন্ন জায়গাতেই সেটিং করে সবক'টিরই জিও ট্যাগিং করার চলেছেন। **৩ এরপর দুইয়ের পাতায়**

সোনামুড়া, বক্সনগর বা বিশালগড়ের কোনও জনপদে যাবার দরকার নেই আর। আগরতলার স্মার্ট সিটির মাটিও যে গাঁজা চাষের জন্যে উর্বর এবং ইচ্ছা থাকলে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ম্যানেজ করেই গাঁজা চাষ করা যায়, তা করেই দেখালেন সুধীর নামক এক ব্যক্তি। রামনগর আউট পোস্টের অধীনে বড়জলার পুরান তহশীল, বৈরাগীটিলা এলাকার পেছনে বাঁশ বাগানের সাথেই হচ্ছে গাঁজা চাষ। গোর্খাবস্তি এবং বড়জলার মাঝামাঝি জমিতে সুধীরবাবু চাষ শুরু করেছেন কয়েক

মাস আগে থেকেই। গাছ এতটাই

পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, গাছে

ফলন দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।

এখানে গাঁজা চাষ করলেও কিংবা

যোলোকলা পূর্ণ হলো এবার।

আগর তলা, ২৩ জানুয়ারি।। ফেললেও তার যে কিছু হওয়ার নয় এব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত দিয়েছেন। কিন্তু বান্দর পূজার প্রসাদ সুধীরবাবু। কারণ, তিনি এই ক্ষেত না পাওয়া লোকজনেরাই এবার

পাড়ার লোকজনেরা দেখে

ধরতে পারে এ জন্য তাদেরকেও তুষ্ট কর লো প্রতিবাদী কলম। এই করতে তিনি নাকি বান্দর পূজা

টতে গাঁজা চাষ

পত্রিকার ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে গাঁজা বাগানের দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্রী নেশামুক্ত ত্রিপুরার যে স্লোগান দিয়ে

নিয়েছেন। 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়



সুধীরবাবুর গাঁজা ক্ষেত নিয়ে করার জন্য রামনগর ফাঁড়ি থানাকে উপটোকন দিয়ে রেখেছেন। আবার থানা-পুলিশ কাউকেই বাদ বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের শাসক রাখেননি। কিন্তু সকলেই নাকি শুনেই দলীয় নেতারা সুধীরবাবুকে চেপে পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অপারেশন

রেখেছেন একেবারে স্মার্ট সিটিতে সেই নেশার চাষ শুরু করে কার্যত মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছেন সুধীরবাবু।

কোনওরকম জিও ট্যাগিং করা হয়নি। ১৭৫১টি কাজে নেমে এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ২৪৪টি। এক্ষেত্রেও জিও ট্যাগিংয়ে শুভঙ্করের ফাঁকি। প্রথা মোতাবেক যে কাজগুলো শেষ হয়েছে এর

সোজা সাপ্টা

অস্ত্রের ঝংকার

হতে পারে ব্যবসায়িক বিবাদ। কিন্তু যেভাবে গভীর রাতে দলবদ্ধভাবে একজনকে হত্যা এবং অন্যদের উপর প্রাণঘাতী হামলা হলো তাতে কিন্তু রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। দিল্লিতে বসে যখন খোদ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের সাফল্যের জয়ঢাক পেটালেন, বিগত বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন তখন রাজ্যে চললো গুলি। প্রশ্ন হচ্ছে, এধরনের হামলা নিশ্চয় পরিকল্পিত আর যারা হামলা করলো তারা এধরনের হামলা করার সাহস পেলো কিভাবে? কিভাবে তাদের হাতে বন্দুক এলো? তবে কি পাহাড়ে এভাবেই বন্দুক জমা হচ্ছে? যতনবাড়ির ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির হাতে বন্দুক থাকার অভিযোগ রয়েছে। আর এভাবে বেআইনি অস্ত্র থাকার ঘটনা প্রমাণ করে যে, পুলিশ বা আরক্ষা প্রশাসন বেখবর। বন্দুক নিশ্চয় চাল-ডাল নয় যে তা সহজলভ্য। পাহাড়ে এভাবে বন্দুক নিয়ে হামলার ঘটনা কিন্তু রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের কাছে যে বেআইনি অস্ত্র রয়েছে তার কেন পুলিশের কাছে খবর নেই। যতনবাড়ির ঘটনার পর মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, গ্রাম-পাহাড়েও এখন প্রচুর বেআইনি অস্ত্র আছে। আগরতলা শহর বা সীমান্ত এলাকায় তো বেআইনি অস্ত্রের ঝংকার মাঝে মধ্যে শোনা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে, গ্রাম-পাহাড়েও মজুত রয়েছে অনেক বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশের কাছে এর কোন খবর নেই না পুলিশ এসবের কোন খবর রাখে না?

উদ্যোগ থানা-পুলিশের

নাথ ভৌমিকের আই কার্ড-সহ সমস্ত আসল কাগজপত্র ছিল। এগুলি দেখিয়ে সহজেই পরিবহণ দফতর থেকে স্কৃটির মালিকানা বদল করে নেওয়া হয়। অভিযোগ তোলা হয় কৃষ্ণ, নরেশ এবং অস্লান মিলেই বাইকটি চুরি করে নিজেদের নামে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়েছে। সুদীপবাবু মনে করেছিলেন স্কুটি চুরির ঘটনায় অম্লানকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। তাকে আদালতেও হাজির করা হবে। থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে'ও বেশ বড় বড় কথা বলেছিলেন। যেন রাতেই তুলে নেওয়া হবে অভিযুক্ত কৃষ্ণ এবং নরেশকে। কিন্তু রবিবার আদালতে আটক অভিযুক্ত ছাড়াই এক আইআর কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয় থানা থেকে। সুদীপের কাছে অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে ফোনও আসে। ফোন করে চুরির ঘটনাটি মীমাংসা করে নিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোনওভাবেই সুদীপবাবুর ফোন নম্বর আসামির কাছে রাতে পাওয়ার কথা ছিল না। পূর্ব থানা থেকে না দিলে এই নম্বর কিভাবে আসামির পরিবার পেয়ে যায় তা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়। এর মধ্যে

আটক অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানো

• আটের পাতার পর - মধ্যেই সুদীপ হয়নি। এই বিষয়টি রবিবার পশ্চিম জেলার জডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট (কোর্ট-৭) অয়ন চৌধরীর বেঞ্চেও তোলা হয়।তিনি পুলিশের কাছে ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছেন। তবে কিভাবে চুরির স্কুটি অন্য আরেকজনের নামে দ্রুত রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায় তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ চোরকে ধরার সুযোগ পেয়েও মীমাংসা করে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে যায়। এই ধরনের অভিযোগ উঠার পরও আদৌ ত্রিপুরা পুলিশ নিজেদের সম্মানটুকু বাঁচাতে ঘটনার তদন্ত করাবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে সাধারণের মনে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, পরিবহণ দফতরে কারা চাকরি করেন? কয়েকদিন আগে একই নম্বরে দুটি গাড়ি এবং স্কৃটি নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছিল। এখন চুরির স্কুটি ১৬ দিনের মধ্যে মালিকানা বদল হয়ে যায়। এই ধরনের ঘটনায় রাষ্ট্রপতি কালার্সপ্রাপ্ত পুলিশের যোগ্যতা নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলছে। একদিকে নেশা কারবারিদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ থাকার অভিযোগ তুলছেন শাসকদলের প্রবীণ বিধায়ক, অন্যদিকে আদালতের সামনে উঠে আসছেচুরির ঘটনায় পুলিশের

এবং স্কৃটি চোরদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে পুলিশের। ইচ্ছে করেই পুলিশ চুরির ঘটনায়এফআইআর নেয় না। অথচ পূর্ব থানাকেই দু'দিন আগে পুরস্কার দিয়েছেন পশ্চিম জেলার এসপি।এই ধরনের গুরুতর অভিযোগের পরও পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের প্রশংসাপত্র কতটুকু যোগ্যতা দেখে দেওয়া হয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চোর এবং নেশা কারবারিদের সঙ্গে ঘুস বাণিজ্যে পুলিশ ভুলে চলেছে তাদের দায়িত্ব। এমন অভিযোগ তুলছেন শহরবাসীরাই।

চুনকাম

• সাতের পাতার পর মার্করামও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। কিন্তু কুইন্টন ডি'কক যতক্ষণ ক্রিজে থাকেন, ততক্ষণ দক্ষিণ আফ্রিকা চিন্তা করে না। রবিবারও সেটাই দেখা গেল। এই সিরিজের শুরু থেকে ভাল খেলে আসা রাসি ভ্যানডার ডুসেনের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে

ঘর নির্মাণ না করেই অর্থ হাপিস

দায়িত্বহীনতা। এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বাইক

• **আটের পাতার পর** - পরিষদের অন্যরা ঘটনা সম্পর্কে এলাকাবাসীর অভিযোগ ওই কাউন্সিলার গত ৪ বছরে অনেক

অবগত আছেন কিনা? যদি তারা অবগত থাকেন তাহলে সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছেন। নিজের নামে কিংবা কিভাবে একজন জনপ্রতিনিধিকে এই কাজে উৎসাহিত পরিবারের অন্য কোন সদস্যদের নামে সেই সব সুযোগ-সুবিধা করলেন? আর যদি তারা না জেনে থাকেন, তাহলে আদায় করেন ওই কাউন্সিলার। এলাকাবাসী এখন দেখতে জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা? চাইছেন পূর পিতা কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ কারণ, কাউন্সিলার যা করেছেন তা দেখে অন্যরাও আগামী করে। কারণ, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই দিনে এমনটা করতেই পারেন। গোটা এলাকার মানুষ এখন ঘোষণা করেছিল স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেবেন। কিন্তু কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে। তাদের প্রশ্ন যদি খোদ শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা যদি একের পর এক কাউন্সিলারের ঘরের প্রয়োজন না থাকে তাহলে কেন তিনি কেলেঞ্চারিতে জড়িয়ে পড়েন তাহলে তাদের পূর্ব ঘোষণা টাকা হাতিয়েছেন? তার পরিবর্তে অন্য কোন প্রকৃত কতটা কার্যকর হবে? শাসকদলীয় জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে বেনিফিসিয়ারিকে ঘর দেওয়া যেতো। জানা গেছে, শীঘ্রই আদৌ প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে স্থানীয়রা এলাকাবাসী বিষয়টি নিয়ে পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদারের সন্দিহান। কারণ বিগত দিনের অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও দ্বারস্থ হবেন। এমনকী স্থানীয় অন্য নেতাদের কাছেও ক্ষমতাবানরা সহজেই পার পেয়ে গেছেন। হয়তো অভিযোগ জানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলারও এভাবে পার পেয়ে যাবেন!

টেনিসে ঝুঁকছে ক্রিকেটাররা

বছর যেহেত রঞ্জি ট্রফি আর হচ্ছে না তাই ক্রিকেটাররা বঝে গেছে যে, তাদের জাতীয় ক্রিকেট এবার বন্ধ। তেমনি ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র কোন উদ্যোগ নেই। ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ দুই বছর ধরে। ফলে দুই সিজনে কয়েক লক্ষ টাকা পায়নি ক্রিকেটাররা। আর এই চরম অর্থ সংকটে অনেক খেলোয়াড় টেনিস ক্রিকেটে নেমে পড়ছে মাত্র ৫০০-১০০০ টাকায়। টিসিএ-র উচিত অবিলম্বে আগরতলা ও মহকুমায় ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা। যেহেতু সামনে কোন জাতীয় ক্রিকেটের আসর নেই তাই ক্রিকেটারদের মাঠে রাখার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে চোখ বুজে অবিলম্বে ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা। এখনই যদি দলবদল হয় তাহলে ক্লাবগুলির আওতায় এসে যাবে ক্রিকেটাররা। তখন ক্লাবগুলিই নজরদারি চালাবে যাতে তাদের দলের কেউ টেনিস খেলে ক্যারিয়ার নম্ভ না করে।

তাণ্ডবে উত্তপ্ত উমাকান্ত

রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হলেন না। কেন? তার কি কোনও দুর্বলতা রয়েছে? ফুটবলের আইনে সাইড বেঞ্চে কোচ বা ম্যানেজার অসভ্যতা করলে তাদের লালকার্ড দেখাতে হয়। রেফারি সত্যজিৎ এই নিয়ম জানেন না তা নয়। তারপরও কোনও এক রহস্যময় কারণে তার পকেট থেকে লালকার্ড বের হলো না। টিএফএ-র বর্তমান কমিটি হলো একটা জগাখিচুড়ি। ফুটবল বহির্ভূত জগৎ-র লোক থেকে সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকেই রয়েছে কমিটিতে। টিএফএ-র নামে দিনের পর দিন অফিস ফাঁকি দিয়ে চলেছেন। কারণ তারা নাকি ফুটবল অন্তপ্রাণ। অথচ ফুটবল মাঠে একের পর এক অনিয়ম ঘটে চলেছে। একটি ক্লাব চূড়ান্ত অসভ্যতা করলো। তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেই। ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন, কেন এভাবে রাজ্য ফুটবলের ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে? ক্লাব, রেফারি, টিএফএ মিলে রাজ্যের ফুটবলের বারোটা বাজিয়ে ফেললেও নির্বিকার থাকা যায়?

ত্রিপুরার হিংসা প্রসঙ্গে শ্চিমবঙ্গ দেখাল সরকার

• তিনের পাতার পর ধর্মের অনুসারীদের তারা সংগঠিত করছেন বলেও তার বক্তব্য ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ত্রিপুরাতে কোনও হিংসাত্মক ঘটনাই হয়নি বলে বিবৃতি দিয়েছিল। যদিও ত্রিপুরা পুলিশ পানিসাগর কান্ডে, কাঁকড়াবনে মামলাও নিয়েছে। পানিসাগর কান্ডে মূল অভিযুক্ত বিজেপি'র যুব মোর্চার নেতা রানু দাস। তার ভাইও বিজেপি নেতা, বৌদি পুর সংস্থার প্রধান ছিলেন। রানু দাস গ্রেফতার হননি। পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। ঘটনার কিছুদিন পর পুলিশ বলেছিল রানু দাস পলাতক। তবে 'পলাতক' সংবাদ মাধ্যমকে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, নিউজলন্ডি সেই খবর ছেপেছে। ত্রিপুরার এক প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি, দীপক গুপ্তা ত্রিপুরার পুলিশকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন এক টিভি শো-এ।

প্রাণ গেল

• আটের পাতার পর - উন্নয়ন অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু সেই উন্নয়ন মানুষকে কখনও জীবন দিতে পারে না। বরং জীবন কেড়ে নিচ্ছে সেই ব্যবসা। এদিন যে মা ছেলেকে হারিয়েছেন তিনিই একমাত্র বুঝতে পারছেন নেশার করাল গ্রাসে তার কতটা ক্ষতি হয়েছে। অন্যদের সাথে যেন এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেই আহ্বান স্থানীয়দের।

দাদাগিরি

• **আটের পাতার পর** - যে কারণেও রবিবারও যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে জানা গেছে। আগরতলা রেল স্টেশনেও কিছু অটো চালকের কারণে যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয় বলে জানা গেছে। এই অটো চালকরা চড়া দামে ভাড়া নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। অথচ তাদের অটো, গাড়ি দিয়েই যাত্রীদের যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

মমতার ঘোষণা

 ছয়ের পাতার পর কমিশনের পরিকল্পনা করেছিলেন। মোদি সরকার ক্ষমতায় এসে যোজনা কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ তৈরি করেছে। এদিন এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। এই সিদ্ধান্তকে লজ্জার বলে অভিহিত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এনসিসি-র আদলে স্কুলে ও কলেজে জয় হিন্দ বাহিনী গড়ে তোলা হবে। নেতাজির নামে রাজ্যে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তিনি বলেন, ইচ্ছে ছিল নেতাজির জন্মদিবসে পদযাত্রা করার, কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। মোদি সরকারের নাম না নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, "যাঁরা ধর্মের নামে দেশ ভাগ করতে চাইছেন তাঁদের বলব দয়া করে নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ পড়ে দেখুন। ভাগাভাগি করে, দেশভাগ করে জাতীয়তাবাদ দেখানো যায় না।" মমতা বলেন, 'আমি চাই গান্ধিজী কাকে বেশি ভালবাসতেন, তা নিয়ে বিতর্ক হোক। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হোক দেশপ্রেমের ইতিহাস।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "একটা অমর জ্যোতি নিভিয়ে দিয়ে, নেতাজির মূর্তি বসিয়ে সুভাষকে শ্রদ্ধা জানানো যায় না।" তিনি বলেন, "কেন এতদিন নেতাজির মূর্তি তৈরি হল না। এখন ওখানে মূর্তি বসিয়েছেন আমাদের চাপেই।" তাঁর প্রশ্ন, "কেন বাতিল হল নেতাজির ট্যাবলো?

বাংলাকে কেন পদে পদে এত অবজ্ঞা ?" প্রার্থীদের শপথ

 ছয়ের পাতার পর মন্দিরে নিয়ে থান কংগ্রেস নেতারা। তারপর তাপের নিয়ে যাওয়া হয় খ্রিস্টানদের ধর্মস্থান বাম্বোলিম ক্রসে। সবশেষে কংগ্রেস প্রার্থীরা যান হামজা শাহ'র দরগায়। নিজের নিজের ধর্মস্থানে দলের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন কংপ্রেস প্রার্থীরা।

রঞ্জি ট্রফি

• সাতের পাতার পর বলেন, "২০ মার্চ থেকে আইপিএল-এর জন্য জৈবদুর্গ তৈরি করা হবে। করোনা কবে কমবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাই রঞ্জি আয়োজন করা বেশ কঠিন।"

মৰ্তি উন্মোচন

 ছয়ের পাতার পর প্রধানমন্ত্রী। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, "সারা দেশে এই বাহিনীকে ছডিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করেন এই সদস্যরা। দেশের নানা বিপর্যয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এরা উদ্ধার এবং বাঁচানোর কাজ করে।"

শিক্ষামন্ত্ৰী জানেন না নেতাজিকে

 প্রথম পাতার পর
 নেই দেখে অনেকেই তিরস্কার করেছেন। নেতাজি'র প্রতি শ্রদ্ধার চাইতে পোস্ট দিয়ে নিজেকেই যে জাহির করা, সেটা সাথে দেওয়া ছবি-পোস্টার থেকেও বোঝা যায়। নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে করা পোস্টারে নেতাজির ছবিই অনেক দুরে , একেবারে সামনে মন্ত্রীর নিজের ছবি। শ্রদ্ধা জানানো পোস্টে নিজের ছবির কী প্রয়োজন, এটা তো আর ভোট ভিক্ষার প্রার্থী পরিচয় নয়, এই প্রশ্ন উঠেছে অবধারিত ভাবেই।শুধু ছবি দিয়েই শেষ নয়, নিজের নাম, মন্ত্রী পরিচয়, এমনকী সামজিক মাধ্যমে তার

রাজ্যের স্বনামধন্য স্কুল, নেতাজি সূভাষ বিদ্যানিকতন-এ প্রদীপ জ्यानारनारा ছिरानन जिनि, কোভিড সময়ে শারীরিক দূরত্বের নিয়ম উডিয়ে দিয়ে গা-ঘেঁষাঘেষি করে প্রদীপ জ্বালানোর পর, মাস্ক খুলে বক্তৃতা দিয়েছেন। রাস্তায়ও হাঁটতে গেলে এক পরিবারের না হলে যেখানে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রদীপ জ্বালাতে শারীরিক দূরত্ব না রাখলেও চলবে, এমন কোনও নিয়ম নেই, নিয়ম নেই মানুষ ভর্তি হলে মাস্ক খুলে কথা বলার। মোহনপুরে

হ্যান্ডেলগুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। স্কুল দেখতে গিয়েও তিনি তা করেছেন, তার আশেপাশে সবার মুখে মাস্ক থাকলেও, তার মুখে ছিল না। নেতাজি সূভাষ বিদ্যানিকতন'র অনুষ্ঠানে হল ঘরে সামান্যও শারীরিক দূরত্বের নিয়ম মানা হয়নি, আইনমন্ত্রীও সেখানে উপস্থিত। কোমলমতি পড়ুয়াদের পাশাপাশি আসনে বসানো হয়েছে, খুব কম পড়ুয়ার মুখেই মাস্ক ছিল, মাস্ক ছিল না কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার মুখেও, কারও মাস্ক গলায় নামানো। ভিড় ঠাসা হল ঘরে অনুষ্ঠান করে পড়ুয়াদের ঝুঁ কির মুখেই

জৈব চাষ মাথা তুলতে পারল না

 প্রথম পাতার পর হচ্ছে না রাজ্যে। অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে চালানো হচ্ছে এই প্রকল্প। প্রকল্প চালাতে গেলে মার্কেটিং ও আধুনিক জৈব চাষ-এর জ্ঞান থাকা দরকার। যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ কারিগরি সংস্থাকে নেওয়া হয়েছে, তবে তাদের কাজ হলো কারিগরি সহায়তা। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ'র কাজ পুরোটা একসূত্রে পরিচালনা করা। কিন্ত রাজ্যের কৃষি দফততের কিছু ধুরন্ধর কর্মীর কাজে তা ব্যর্থ হচ্ছে। ছয় বছর ধরে জৈব প্রকল্প চলছে অথচ আজ অবধি কোনো জৈব বাজার নেই। কেনো জৈব চাযের বীজ ও সার সঠিক সময় দেওয়া হয় না। নিম গাছ ও বিভিন্ন জৈব চাষের উপাদান নেই। স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থাকলে শুধু জৈব চাষ নিয়ে গবেষণাও হতে পারে। অভিযোগ, কৃষি অধিকৰ্তা অনুমোদন দিচ্ছেন না স্টেট লেভেল মিশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগ খুলতে।বহু কৃষি মহকুমাতে এখনো এক টাকাও কৃষকদের দেওয়া হয়নি জৈব চাষ প্রকল্পে। উদ্যান বিভাগে ফসলের উৎপাদন কাগজে কলমে এতো বেশি যে সারা রাজ্যকে খাইয়ে উদবৃত্ত হবে। আদতে অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। পরিকল্পনার অভাবে হারিয়ে গেছে জম্পুই'র কমলা। ছত্রাক রোগ থেকে মুক্তি পেতে নতুন বাগান তৈরি করতে হয়। জৈব কমলা চাষ হলে রাজ্যের কৃষকরা আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে পারে। বিজেপি সরকারে আসার আগে দুর্নীতি তদন্ত হবে বলেছিল। কিছু অফিসার সাময়িক বরখাস্ত হলেও রাঘববোয়ালরা এখনো অধরা। অধিকর্তা সাহেব নিজে হয়তো চাইলে সব কিছু করতে পারেন। অজানা কারণে তিনিও চুপ। কৃষক দিশেহারা পোকার আক্রমণে। কিন্তু পতঙ্গ বিষয়ে গবেষণা, জৈব সার , মাটি পরীক্ষা কার্ড সব কিছুই শুধু কাগজ নির্ভর। রাজ্যে কৃষিপণ্য এখনও আমদানি নির্ভর। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়নি, হয়নি জেলায় জেলায় কৃষি কলেজ, কিংবা জিন-ব্যাঙ্ক।

২৩ দিনে ৩৪ মৃত্যু

 প্রথম পাতার পর

আদৌ এই ভ্যারিয়েন্ট পরীক্ষা করার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে রাজ্যে ? প্রশ্ন এটাও, সরকারপক্ষ করোনা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'দেরি করে হাসপাতালে এসেছে' এবং 'কোমর্বিডিটি রয়েছে' ছাড়া তৃতীয় আর কোনও ব্যাখ্যা দিতে নারাজ। একদিকে প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। করোনা নিয়ে রাজ্যে গাফিলতি অব্যাহত। প্রশাসনিক তরফে গত তিন সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সার্কুলার জারি হলেও সেসব মানার কোনও লক্ষণ নেই রাজ্য জুড়ে। আদৌ মানা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখার সরকারি ব্যবস্থাপনাও নেই। 'করোনা নেই' 'করোনা এবার এতটা ভয়ঙ্কর নয়' 'করোনা আমার হবে না' ইত্যাদি বহু ভুল বোঝাবুঝির মধ্যেই গত ২৩ দিনে ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ রোগী পশ্চিম জেলার বাসিন্দা। গত ২৩ দিনে যেভাবে ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ রাজ্যে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি তথ্য। যারা এ মাসে করোনায় প্রয়াত হয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ৫০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে মারা গেছেন মোট ৩ জন। এই তথ্য স্পষ্টত জানান দেয়, করোনা নিয়ে হেলাফেলা করার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু হলেও কী? প্রতিদিন করোনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অবহেলা এবং অন্যদিকে প্রশাসনের উদাসীনতা দুটোই চলছে। ফলে বাড়ছে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা এবং একইভাবে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও।

ময়দানে কেন্দ্রীয়, কলকাতা পুলিশ

গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী একেকটি বাংলাদেশি সিমকার্ড আডাই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়। ওই সিমকার্ডগুলো বিক্রির সময় কোনও নথিপত্র তেমন চাওয়া হয় না। মোবাইলে 'পোর্ট' করে সেই সিমকার্ডগুলো কলকাতা থেকে ব্যবহার করতে পারেন ক্রেতারা। গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, ঠিক কি পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যবসাটি চলছে। কীভাবে প্রযুক্তির সাহায্যে বাংলাদেশি মোবাইলগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে, সেই সম্পর্কে তথ্য ওই ব্যবসায়ীরাই ক্রেতাদের দিয়ে দেন। গোয়েন্দারা মধ্য কলকাতার বেশ কিছু হোটেলও ইতিমধ্যে শনাক্ত করেছেন, যার কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে বাংলাদেশি সিমকার্ড বিক্রেতাদের। করোনার কারণে সাম্প্রতিককালে রাজ্যের গাঁজা চক্রীদের অনেকেই কলকাতায় আনাগোনা করছে না। সার্বিকভাবে কলকাতার দোকানগুলোতে সিম বিক্রিও কম। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ অভিযানে ইতিমধ্যেই বেআইনি সিম বিক্রির যে দোকানগুলো চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলোর কর্ণধারদের নানা প্রশ্নবাণে নিঃসন্দেহে ঘায়েল হতে হবে। দেখার, রাজ্যের সঙ্গে দোকানগুলোর যোগসত্র কতটা বেরিয়ে আসে।

এক্স-রে প্লেটের

 প্রথম পাতার পর
 সেটা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। খুব অল্প সময়ের মেয়াদওয়ালা প্লেট হাসপাতালকে দেওয়া হয়েছিল কিনা, যা ব্যবহার করার সুযোগই পাওয়া যায়নি, নাকি মেয়াদ পেরিয়ে যাচ্ছে প্লেটের , তা কারও চোখেই পড়েনি, ফলে সেগুলি ব্যবহার করা যায়নি। যদি কম সময়ের প্লেট দেওয়া হয়ে থাকে, তবে কারা এমন প্লেট কিনেছেন, সরবরাহ করেছেন, তা দেখা দরকার। যদি চোখেও পড়ে থাকে মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, অথচ এত কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল না, তবে সেসব প্লেট অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত স্বাস্থ্য দফতর। এক্স-রে প্লেট জনগণের টাকায় কেনা হয়, কেন নষ্ট প্লেট এল, কী করে এক্সপায়ার হয়, তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে রোগীরা মন্তব্য করেছেন।

রেবতীর সিংহ গর্জন

 তিনের পাতার পর চলতে দেবো না। তবে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানগুলিতে মদ খেয়ে কেউ যদি ঘরে গিয়ে অশান্তি করেন তাহলে কি ব্যবস্থা নেবেন তার জবাব নেই প্রাক্তন অধ্যক্ষের কাছে। তিনি পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদিও পুলিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আওতাধীন। রাজ্য সরকার বরাবরই পুলিশকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলে গেছে। পুলিশ ভালো কাজ করে না এমন কথা মুখ্যমন্ত্রীও বলেন না। অথচ বিজেপি দলের প্রবীণ বিধায়ক রেবতী মোহন দাস প্রকাশ্যেই এখন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তিনি বলেছেন, নেশা দ্রব্যের ব্যবসার বিরুদ্ধে পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই। নেশা কারবারিদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। যদি পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকতো তবে সেতুর নিচে এভাবে মদ বিক্রি করতে পারতো না কেউ। টানা তিন দিন ধরে পুলিশের কাজ করে যাচ্ছেন বিধায়ক রেবতী মোহন দাস। পুলিশকে না নিয়ে বাড়ি বাড়ি মদ বিরোধী অভিযান করছেন। মদ ব্যবসায় যুক্ত অভিযুক্তদের আটক করে। আবার হুঁশিয়ারি দিয়ে ছেড়েও দিচ্ছেন। কোনও ক্ষেত্রে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া দরকার বলে মনে করছেন না বলে অভিযোগ। বিধায়কের এই কর্মকাণ্ডে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, পুলিশ কি তাহলে নেশা কারবারিদের সঙ্গে মিলে গেছেন? কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ি এবং মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকায় টানা তিনদিন অভিযান করলেন বিজেপি বিধায়ক। বারবার নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের পরো বার্থতার কথা তিনি বলে গেছেন। অথচ বিজেপি জোট সরকার এখনও পর্যন্ত এই দুই থানার ওসির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী সাধারণ শোকজ নোটিশ পর্যন্ত ধরানো হয়নি পুলিশ সদর দফতর থেকে। এই ঘটনায় বিধায়ক রেবতী মোহন দাসের অভিযানের উপরও শাসকদলের কত্টুকু সমর্থন রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন বিদ্যাসাগর বাজার থেকে এক দেশি মদ বিক্রেতাকে আটক করে কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ির হাতে তুলে দিয়েছেন বিধায়ক।

চোখে জল

 প্রথম পাতার পর অন্যান্যদের সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপির জেলা যুব মোর্চায় তাকে সাধারণ সম্পাদকের পদও দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। কিন্তু রবিবার হঠাৎ করেই তার কি হয়েছে, কেন এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কেনই-বা আত্মহত্যার ঠিক আগে সামাজিক মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে সবাইকে আলবিদা করেছেন, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। তার মৃত্যুতে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

 প্রথম পাতার পর কোনও জায়গাতেই তার কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে। জিও ট্যাগিং না করার ফলে কাজের গুণগতমান এবং আদৌ কাজ হচ্ছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ শুরু হয়েছে। এদিকে চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ছামনু ব্লকের ১৪টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে।এতেই ৪২ লক্ষ ১০ হাজার ৯২৯ টাকার কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। যার মধ্যে বিচ্যুত অর্থের পরিমাণ ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৩৫ টাকা। আর ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৪ টাকা হাপিস হয়ে গিয়েছে। সবগুলো পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হলে এই আর্থিক বিচ্যুতির পরিমাণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বেতনে কাচি

 প্রথম পাতার পর
 ২০ - ২৫ বছর যাবৎ চাকুরি করছেন এবং প্রত্যেক বছরই এই অতিরিক্ত মাসের বেতন ৩০ দিনেরই পেয়ে আসছেন। এমনকী এই অতিরিক্ত সুপারই আগের দুই বছর ৩০ দিনের বেতন দিয়েছে। এখন হঠাৎ যাবার কালে উনি আবিস্কার করলেন যে ২৯ দিনের বেতনই সঠিক। এখানেই উঠে আরো একটি প্রশ্ন, তা হল উনার দাবি যদি সঠিক হয়, তাহলে বিগত দুই বছর উনি মোট দুই দিনের বেতন বেশি দিয়েছেন। এখন ওই দুইদিনের বেতন টাকার অঙ্কে যা ৫০ লক্ষের কম হবে না তা উনার ভুলে সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন এই বিশাল অর্থ সুদসমেত উনাকেই ফিরিয়ে আনতে হবে। আর উনি যদি ভুল হন তবে ধলাই জেলার পুলিশকর্মীরা কেটে নেওয়া একদিনের বেতন যাতে পায় তার ব্যবস্থাও উনাকেই করতে হবে। অন্যথায় বঞ্চিত পুলিশকর্মীররা তা নীরবে সইবেনা। ধলাই জেলা সদরে এই টিপিএস পুলিশ আধিকারিকের সংস্পর্শে যারা কাজ করেছেন এমন একাংশ পুলিশকর্মীর বক্তব্য হল, বারো মাসে তেরো মাসের বেতন প্রদানেই নাকি উনার আপত্তি। কারন উনি ডিডিও হয়ে নিজে ১২ মাসের বেতন নেবেন আর অধস্তনদের ১৩ মাসের দেবেন এটা নাকি গেজেটেড আধিকারিকদের সাথে অবিচার করা হয়। কিন্তু উনি এটা ভাবতে রাজি নয় গেজেটেড নন-গেজেটেডদের মধ্যে বেতন ভাতা, বাড়ি, গাড়ি কাজের পরিমাণ জীবনের ঝুঁকি সবেতেই কতটা পার্থক্য। আর এই সব নিয়ে ধলাই জেলা পুলিশ দফতরে উনি প্রায় একঘরে ছিলেন। তাই বদলির কাগজ হাতে পাওয়ার পর চলে যাবার আগে উনার ক্ষমতাটা একটু প্রদর্শন করে গেলেন বলেই পুলিশকর্মীদের অভিযোগ।

াষী সাব্যস্ত ডাক্তার ত্রিপুরা বিভূষণ!

 প্রথম পাতার পর 'ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন' শীৰ্ষক একটি গুরুগস্তির অনুষ্ঠান আয়েজিত হয়। অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে রাজ্যের ৪০ লক্ষ মানুষের আবেগ এবং ভাবনার ফল্প-ধারার একটি আয়োজন। ওই অনুষ্ঠানে অতিথি নিমন্ত্রণ থেকে শুরু করে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা, মেনে নিতে পারছেন না কেউই। পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির ৫০ বছরে বর্তমান সরকারের কৃতিত্ব বা অংশগ্রহণের সময়সীমা মাত্র ৪ দীর্ঘ ৪৬ বছরের নানাবিধ অবদানকে অস্বীকার করে, যেভাবে পূর্ণ রাজ্য দিবসে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো, তা সরকারের ব্যর্থতাকে চূড়াস্তভাবে প্রকাশ্যে আনে। ওই অনুষ্ঠানে

রাজ্যপাল মঞ্চে অনুপস্থিত উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছিলেন (প্রশ্ন জনমনে, রাজ্যপাল নিমন্ত্রিত হয়েছেন আদৌ? নাকি নিমন্ত্রণ পেয়ে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন ?)। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষদের, বিরোধী নেতাদের সহ এমন অনেককেই দেখা যায়নি, যাঁরা অনেকেই 'প্রোটোকল' এবং 'সরকারি শিষ্টাচার'-এ আমন্ত্রিত হতে পারতেন। বরং উল্টোটা হলো। অনুষ্ঠানটিতে এমন অনেকে মঞ্চে উঠে পুরস্কার নিলেন, যারা অস্তত ৫০ বছর বছরের। ইতিহাসকে ভুলে এবং পূর্তির অনুষ্ঠান মঞে কোনওভাবেই আমন্ত্রিত হতে পারেন না। আর যাই হোক, আইনিভাবে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন, এমন কেউ যখন ওই মঞ্চ পুরস্কার গ্রহণ করেন, তখন বুঝতে হবে, প্রশাসন টলমল। অনুষ্ঠানে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দফতরের মন্ত্রী এন সি দেববর্মা ছাড়া কেবিনেট-এর অন্যান্য সকল মন্ত্রীরাই। সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন না। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মঞ্চে ছিলেন। গোটা অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষুঙ দেববর্মা। এরকম গুর়গম্ভির অনুষ্ঠানে প্রতাববাবু কিভাবে পূর্ণ রাজ্যের সুবর্ণ জয়ন্তি উৎসবের মত একটি আয়োজনে সম্মানিত হতে পারেন, তা নিয়ে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে স্বাস্থ্য দফতরে। একই রাজ্যের প্রধান নাগরিক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে ভিসিতে অনেকেই গত দু'দিন ধরে উদ্যান পালন, জীবন জীবিকা, তালিকায় রাখা হয়েছে।

বিলাবিলি করছেন, পুরস্কার হস্তকার বা শালি উেদ্যোগী---প্রাপকদের তালিকা যারা ঠিক করেছেন, তারা কি প্রাপকদের কারোর-কারোর কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছেন? কর্তব্যে গাফিলতির জন্য আইন যে চিকিৎসককে সাজা ঘোষণা করেছেন। রাজ্যের ৫০ বছর করে, তিনি একটি রাজ্যের ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপনের মঞ্চে যখন সম্মান গ্রহণ করেন, তখন আদি এবং ভাবি কালকে আদতে অসম্মান করা হয়। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে কেটু ভালি শুর হয়েছে। শুধু এই একটি পুবস্কার নিয়েই বিতৰ্ক হচেছ, বিষয়টি এমনও নয়। ১৫টি পুরস্কারের মধ্যে অন্তত ১০টি পুরস্কার নিয়ে বিতৰ্ক। সামাজিক কাজ, জনজাতি মহিলাদের রব শিক্ষিত সমাজের মুখেও। আত্মনির্ভর করার উদ্যোগ সহ

পুরস্কার প্রদান করা হয়। এমন অনেককেই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, যারা গত ৫, ৬ বা ১০ বছর ধরে কাজ শুরু পূর্তি অনুষ্ঠানে নাগরিক পুরস্কার এবং পূর্ণরাজ্য দিবস প্রস্কার, এই দুই সংকেতাই পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা ঠিকভাবে তৈরি হয়নি। রাজ্য জুড়ে এই অনুষ্ঠানের পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বুদ্ধিজীবী সমাজ, অন্যদিকে সচেতন নাগরিক--- সকলেই পুরস্কার প্রাপকের তালিকা দেখে হতাশ। রাজ্যের ইতিহাস, শিল্প সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ নিয়ে একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়, এমন অনেককেই পুরস্কারের

এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেদিন

তিপ্ৰাল্যান্ড শুধুই বানকুড়ালি, ছুটছেন প্ৰদ্যোত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রভাব খাটাতে পারবেন,কংগ্রেসের আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। উপযাজক হয়ে। গত বিধানসভা ভোটের জোটে তিপ্রাল্যান্ড'র দাবি থাকা সত্ত্বেও আইপিএফটি কে যেভাবে ল্যাজে খেলিয়েছে বিজেপি— ঠিক সেখান থেকেই বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন তিপ্রা মথা প্রধান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। শিশুদের মুখে লেবেঞ্চুস গুঁজে দেবার মত করে হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি গড়ে আইপিএফটি কে যেভাবে কাঁচকলা ধরিয়ে দিয়েছে, ঠিক সে জায়গা থেকেই পাহাড় নিয়ে এবার ভিন্ন চাল দিয়েছেন তিপ্রা মথা প্রধান। আর সেখানেই জোটের দৌড়ে পিছিয়ে গিয়েছে বিজেপি। তুলনায় যন্তর মন্তরের ধর্নায় কংগ্রেস দীপেন্দ্রর হুডাকে পাঠিয়ে জোটের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। সেই ধর্নায় হাজির ছিলেন মহারাষ্ট্রে কংখেসের সহযোগী শক্তি শিবসেনার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীও। জোট রাজনীতিতে তিনিও প্রদ্যোত মানিক্যের উপর

ভোটে ক্ষমতাদখলের দৌডে আইপিএফটি'র নিজস্ব আসন ছাড়াও বিজেপির বিভিন্ন আসন জয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ভোটের প্রচারে আইপিএফটি'র মুখে ছিল তিপ্রাল্যান্ড। ধরে নিতেই হবে, আইপিএফটি যে ভোট পেয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনে, সেক্ষেত্রে তিপ্রাল্যান্ড ওই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। যে স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল উপজাতিদের তরুণ প্ৰজন্ম। কিন্তু আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকারে মন্ত্রিত্ব পেলেও নির্বাচনে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। কামান চেয়ে কাঁচি পাবার মত করে আইপিএফটিও তিপ্রাল্যান্ড'র বদলে পেয়েছে হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি। যারা উ পজাতিদের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উন্নয়নে সরকারের কাছে

রিপোর্ট দেবে বলে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু গত প্রায় চার বছরের সময়ে দিল্লি নিযুক্ত এই হাই লেভেল কমিটি মাত্র তিনটি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। সহজেই বোঝা যায় হাই লেভেল কমিটির গুরুত্ব এবং তাদের সদিচ্ছা। আইপিএফটির এই ব্যর্থতার জায়গাতেই স্থান করে নিয়েছে তিপ্রা মথা। তাদের স্লোগান গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, গোটা এডিসি এলাকাকে নিয়েই এই গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে প্রদ্যোত মাণিক্যের। তার বক্তব্য, যে রাজনৈতিক দল লিখিতভাবে তাদের এই দাবিকে সমর্থন জানাবে এবং কেন্দ্রের সরকারে এলে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে ,তাদের সঙ্গেই জোটে যাবে তিপ্রা মথা। আইপিএফটি'র সঙ্গে এ বিষয়ে কানামাছি খেলার পর এজাতীয় দাবি সম্পর্কে বিজেপির অবস্থান একেবারেই স্পষ্ট। তারা কোনভাবেই যে প্রদ্যোত

মানিক্য'র এই দাবিকে সমর্থন এদের দুই দলেরই কোন ইউনিট কারণে নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে গত ৩০ নভেম্বর এবং পয়লা ডিসেম্বর যে ধর্নার আয়োজন করেছিল তিপ্রা মথা, সেই ধর্নায় বিজেপির কোন সাংসদ কিংবা নেতা উপস্থিত ছিলেন না। উল্টো পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এই ধর্নার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সুযোগ বুঝে এই ধর্নায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দ্রর হুডা। লক্ষ্য একটাই. আগামী দিনের জোট। কংগ্রেস যন্তর মন্তরে তাদের সাংসদকে পাঠিয়ে বস্তুত জোট গঠনের পথে পা বাড়িয়ে রেখেছে। যন্তর মন্তরে গিয়ে দীপেন্দ্র বলে এসেছেন , তারা ত্রিপুরার জনজাতিদের এই দাবি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন। কংগ্রেস সাংসদ ছাড়া যন্তর মন্তরে আর যে দুইদলের দুই সাংসদ গিয়েছিলেন, এর মধ্যে একজন শিবসেনা সদস্য ও অন্যজন আম আদমি পার্টির।

জানাবে না তাও পরিষ্কার। যে রাজ্যে নেই। একমাত্র কংগ্রেস ত্রিপরায় জোট গঠনের ক্ষেত্রে প্রদ্যোত মানিক্য এর সঙ্গে সমঝোতায় যেতে পারে। তবে প্রদ্যোত মানিক্য নিজেও জানেন, তিনি যতই দাবি করুন, কেন্দ্রকে চাপে রাখুন কিংবা রাজ্যের উপর অতিরিক্ত চাপ বজায় রাখুন, আলাদা রাজ্য সম্ভব নয়।কারণ ১০ হাজার ৪৯১ দশমিক ৬৯ বর্গ কিলোমিটারের রাজ্যে এডিসি এলাকার ৭১৩২ দশমিক ৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে নিয়ে যদি আলাদা রাজ্য তিপ্রাল্যান্ড হয়, তাহলে মূল ত্রিপুরার আয়তন হবে ৩৩৫৯ দশমিক ১৩ বর্গ কিলোমিটার। পাশাপাশি ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর, জেলা সদর, মহকুমা সদর, বাজার পরিণত হবে ছিটমহলে। এরকম পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই একটি রাজ্য বিভাজিত হয়ে দুটো রাজ্য হতে পারে না। প্রয়োজনে সম্প্রতি বড়মুড়া আঠারোমুড়া কিংবা

সাম্প্রদায়িক হিংসা' নিয়ে চুপ

পরিবর্তিত হয়েছে. সেভাবে এ রাজ্যের নামও তিপ্রাল্যান্ড হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সংবিধানের ২ ও ৩ নং ধারায় বর্ণিত থাকলেও ত্রিপরা ভেঙ্গে আলাদা রাজ্য সম্ভব रत ना वरल ताजरेनिक পর্যবেক্ষকরা বলছেন। তাদের মতে, প্রদ্যোত মানিক্য আসলে পাকা রাজনীতির লম্বা রেসের ঘোড়া। তিনি জেনে-বুঝেই দাবি উত্থাপন করেছেন এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি কথা বলছেন। তিনি ভালো জানেন, বিজেপি কখনোই এ বিষয়ে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুত দেবেনা। যদি তারা এ বিষয়ে উৎসাহী হতো তাহলে আইপিএফটির সঙ্গেই এভাবে চাতুরী খেলায় অবতীর্ণ হতো না। ফলে এখন পর্যন্ত যা চিত্র ফুটে উঠেছে, এতে প্রায় স্পষ্ট, আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যেতে চলেছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তার লক্ষ্য পাহাডের সব কয়টি আসন।

গন্ডাছড়ার নাম যেভাবে বিগত এডিসি ভোটে পাহাড়ের ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪১ জন ভোটারের মধ্যে ভোটে অংশ নিয়েছেন ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৫৩ জন। এরমধ্যে তিপ্রা মথা একাই পেয়েছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৬৫ ভোট। তাদের সঙ্গী আইএনপিটি পেয়েছে ৬৮ হাজার ২৫৪ ভোট। আইপিএফটি পেয়েছে ৭৭ হাজার ৯৪৬ ভোট।কংগ্রেস পেয়েছে ১৬ হাজার ৪২৫ ভোট। সিপিএম পেয়েছে ৯১ হাজার ৪০৬ ভোট। আর বিজেপি পেয়েছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৫৭ ভোট। প্রদ্যোত মানিক্য'র লক্ষ্য প্রথমত ,সমস্ত অবাম ভোটে থাবা দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ বামেদের ভোট নিজের দিকে টেনে আনা। তৃতীয়ত থানসা এর দোহাই দিয়ে যতটুক সম্ভব বিজেপির ভোট কে নিজেদের দিকে টেনে আনা। প্রদ্যোত মাণিক্যের থিঙ্কট্যাঙ্ক বলছে, পাহাড়িদের কাছে যখন আগামী ভোটে পরিষ্কার হয়ে যাবে তিপ্রা মথা সরকারে যেতে

উপজাতিরা মথার দিকে ঝঁকে পড়বে। আর প্রদ্যোত মানিক্য দলমত নির্বিশেষে থানসার স্লোগান জারি রাখবেন। এডিসি ভোটে মথার প্রাপ্ত ৩৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ ভোটকে যেকোনো মূল্যে ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশে নিয়ে যেতে চান প্রদ্যোত মানিক্য। এক্ষেত্রে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এর দাবি সর্বরোগ হরণকারী অবনী ঘোষের আশ্চর্য মলমের মতই নাকি কাজ করবে। যতদুর খবর, প্রদ্যোত মানিক্য এর সঙ্গে কংগ্রেসের জোটে দৌত্য চালাচ্ছেন কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দ্রর হুডা এবং শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী। যেখানে প্রতিশ্রুতি কিংবা লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এর দাবি শুধুই পাহাড়িদের মনে উদ্যোগ এবং বিশ্বাসের প্রতি আস্থা প্রদর্শন মাত্র, কার্যক্ষেত্রে যা ঠুস আর ঠাস। পাহাডি মেঘের আডাল থেকে ত্রিপুরা দখলের দৌডে ছটছেন লম্বা

হংসা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ দেখাল সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,২৩ জানুয়ারি।।** ত্রিপুরার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে নিরপেক্ষ তদস্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন এক আইনজীবী, ইথেস্যাম হাসমি। সেই মামলায় ত্রিপুরা সরকার নিজের

মোবাইল নিয়ে ঝগড়ায় স্ত্রী'র মাথায় কোপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জানুয়ারি।। মোবাইল নিয়ে ঝগড়ায় উত্তেজিত হয়ে স্ত্রী'র মাথায় দায়ের কোপ বসায় স্বামী। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত ধ্বজনগর এলাকায়। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে অনেকদিন ধরেই কোন একটি বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য চলছে। তারা এক বাড়িতে থাকলেও কেউ কারোর সাথে দীর্ঘদিন কথা বন্ধ রেখেছেন। অভিযুক্ত স্বামী প্রথমা স্ত্রী বাড়ি থাকা সত্ত্বেও অপর এক মহিলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। প্রথমা স্ত্রী'র অভিযোগ, দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই স্বামী তাকে ভরণপোষণ দেয় না। এক ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে আলাদাভাবে থাকেন তিনি। যখন যে কাজ পান তাই করেন। কিন্তু স্বামীর সাথে কোন একটি বিষয় নিয়ে তার ঝগড়া হয়। মহিলার কথা অনুযায়ী মোবাইল ফোন নিয়েই তাদের ঝগড়া হয়েছিল। তখনই স্বামী উত্তেজিত হয়ে দা দিয়ে তার প্রথমা স্ত্রী'র মাথায় কোপ বসায়। ঘটনার পর মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাই আগে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেননি। রবিবার বিকেলে বিশালগড় মহিলা থানায় এসে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। স্বাস্থ্য

বিপ্লব হয়তো এটাই।রাজ্যের প্রধান

রেফারেল হাসপাতালে সিমেন্ট

ছাড়াই পাথর বসানোর কাজ

চলছে। এই ধরনের আবিষ্কার

হয়তো-বা ভূ-ভারতে কোথাও

নেই। তবে এই আবিষ্কার হয়ে গেছে

রাজ্যের প্রধান রেফারেল

হাসপাতাল জিবির ইমার্জেন্সি

বিভাগের সামনে। ইমার্জেনির

রাস্তাটি বহুদিন ধরেই নম্ভ হয়ে

আছে। এই রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বলেন্স

এবং ছোট গাড়ি যাতায়াত করতে

পারে না। রোগীর পরিজনরা প্রায়ই

এই রাস্তাটি মেরামতের দাবি তুলে

আসছেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই

রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া

হয়।রাস্তায় প্রথমে বালি ফেলা হয়।

এর উপর পাথরের টাইলস বসানো

শুরু হয়। কিন্তু পাথরের টাইলসের

নিচে সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে

না। এই দৃশ্য দেখে রোগীর

পরিজনরা প্রশ্ন তুলেন। রবিবারও

পাথরের টাইলস বসানোর কাজ

চলছিল। তখন রাজমিস্ত্রি

শ্রমিকদের নিম্নমানের কাজ নিয়ে

প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। এক

রাজমিস্ত্রি জানান, তাদের কাজ

বক্তব্য রেখেছে, এই জনস্বার্থ মামলাকে 'সিলেক্টিভ' আখ্যায়িত করে সরকারের বক্তব্য, আদালতকে ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এই মামলা নোংরা হাতের কারবার। ত্রিপুরা পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন হয়েছে, একাধিক আইনজীবী, একাধিক সাংবাদিক-সহ প্রচুর মানুষের বিরুদ্ধে ইউএপিএ'র ধারায় মামলা করেছে। আইনজীবীরা ত্রিপুরা ঘূরে

গিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ সুপ্রিমকোর্টে তাদের পক্ষে করেছিলেন। রিপোর্টিটি তৈরি যারা করেছেন, সেই আইনজীবীদের মধ্যে একজন হাসমিও। ইউএপিএ'র মামলাটির বিরুদ্ধে ইউএপিএ'র ধারাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আদালত এক সাংবাদিক-সহ আইনজীবীদের

দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। গত অক্টোবরে ত্রিপুরায় হওয়া হিংসা ও সেই নিয়ে হওয়া জনস্বার্থ মামলা নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টকে বলেছে, এই জনস্বার্থ আবেদন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কারণ আবেদনকারী গত বছরের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ গ্রেফতার করতে নিষেধ করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর 'ব্যাপক

সিংহ গজন

মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির বিরুদ্ধে টাকা

নিয়ে নেশার ব্যবসা করার বেআইনি

লাইসেন্স দেওয়ারও বহু তথ্যভিত্তিক

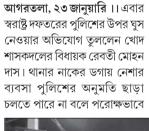
খবর করা হয়। কিন্তু পুলিশ মন্ত্রী

কোনওদিনও এসব ঘটনায় তদস্ত

করতে নির্দেশ দেননি। এমনকী

রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরাও এই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কলেজটিলা পুলিশ ফাঁড়ি,





তিনি অভিযোগ তুলেছেন। থানাগুলি নেশা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নেয়, এই অভিযোগ বহুদিনের। শহরের থানাগুলির বিরুদ্ধে এনিয়ে প্রতিবাদী কলম বহুবার খবর প্রকাশিত করেছে।

করতে বলেছেন ঠিকেদার ভোলা

ঘোষ। কত টাকার কাজ অথবা

কতটুকু রাস্তা এটি ঠিকেদার বলতে

পারবেন। তাদের কাজ যেভাবে

ঠিকেদার বলেছেন তা মেনে করে

যাওয়া, এটাই তারা করে যাচ্ছেন।

রাজমিস্ত্রি সাংবাদিকদের প্রশ্নের

মুখে রীতিমতো পালিয়ে যান।

পাথরের স্ল্যাপের নিচে সিমেন্ট না

দেওয়ার যুক্তি তিনি দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন। তার দাবি বালির উপর

টাইলস বসানো হয়। তবে

ঘটনাগুলি নিয়ে নীরব ছিলেন। কলেজটিলা ফাঁড়ির ওসির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে এক নেশা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যেই ত্রিপুরা পুলিশ

ন্যুনতম ২০ থেকে ৩০টি

অ্যান্থলেন্স-সহ বিভিন্ন গাড়ি

যাতায়াত করে। এই সময় রাস্তা

কয়দিন টিকবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা

হলে রাজমিস্ত্রি জানান, এসব কিছ

তিনি বুঝেন না। যা কথা

ঠিকেদারকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টাকা চুরি

করতেই নিম্নমানের এই কাজ

হচ্ছে। পাশেই জিবিপি

অফিসাররা আছেন। তাদের

প্রশাসনের

হাসপাতালের

প্রশাসন কোনওদিন সামান্য তদস্তটুকু করাতে প্রয়োজন মনে করেনি। এখন পুলিশের গায়ে কালি ছিটাতে শুরু করেছেন শাসকদলের বিধায়কই। প্রাক্তন অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস টানা তিন দিন ধরে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করছেন। প্রত্যেকদিনই অভিযানে প্রলিশের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলছেন। রবিবার তিনি বিদ্যাসাগর বাজার এলাকায় নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে বেশ কিছু বোতল দেশি এবং বিলিতি মদ উদ্ধার করেন। বিদ্যাসাগর সেতুর নিচে পেয়ে যান প্রচুর মদের বোতল। তিনি পরিষ্কারভাবে জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেছেন নেশামুক্ত ত্রিপুরা চাই। নেশা খেয়ে পুরুষরা বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করছে। মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে মারধর করা গার্হস্য হিংসার অভিযোগও বাড় ছে। আমরা এই নেশার ব্যবসা • এরপর দুইয়ের পাতায়

বসানোর বিষয়টি এসেছে। কিন্তু তারা কেউই এনিয়ে প্রশ্ন তলছেন না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের প্রধান হাসপাতালটির এই ধরনের করুণ অবস্থার জন্য কারা দায়ী? ইচ্ছে করেই নিম্নমানের কাজ করতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি টাকা এইভাবে নম্ভ করা নিয়ে প্রত্যেক্ষদর্শীরা প্রশ্ন তুলছেন। অনেকের আবার বক্তব্য, ডবল ইঞ্জিনে সিমেন্টের বদলে বালি দিয়েই

টাইলস বসানো হয়। এটাই উন্নতি? ইমার্জেন্সির রাস্তা দিয়ে প্রত্যেকদিন নজরেও বালির উপর টাইলস

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর হওয়া হিংসাত্মক ঘটনালী ত্রিপুরার হিংসাত্মক ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি হয়েছে, কিন্তু আবেদনকারীর জনস্বার্থ কেবলমাত্র ত্রিপুরার ক্ষেত্রেই জেগে উঠেছে।" আপাতভাবে দৃশ্যমান কিন্তু অঘোষিত কোনও কিছু পাবার জন্য জনস্বার্থে পেশাদার হিসাবে কাজ করা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সুবিধামত এই আদালতের বিচারের ব্যতিক্রমী ক্ষমতা কার্যকর করতে পারেন না।" আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মাধ্যমে ইথেস্যাম হাসমি সর্বোচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছেন, নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়েছেন। তিনি আবেদনে বলেছেন যে তিনি ত্রিপুরার হিংসা কবলিত এলাকা তিনি নিজে ঘুরে দেখেছেন, তার ভিত্তিতে একটি ফাক্ট ফাইভিং রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। হাসমির সাথে আরও আইনজীবীও ছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বারটি মসজিদ আক্রান্ত হয়েছে। মুসলিম ব্যক্তিদের মালিকানাধীন নয়টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনটি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আবেদনে হাসমি বলেছেন, माङ्गाकातीरमत वित्र[ः]रक्ष व्यवञ्चा নেওয়ার বদলে যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের দুইজনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে , তাদের সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট গোষ্ঠীদের মধ্যে শত্রতা তৈরি করেছে। পুলিশ সাংবাদিক-সহ ১০২ জনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করেছে। রাজ্য সরকার হাসমির বক্তব্য নসাৎ করতে গিয়ে বলেছে, " কয়েকটি ট্যাবলয়েডে পরিকল্পনা করে কিছু আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলিই এই জনস্বার্থ মামলার ভিত্তি।'' হলনামায় আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্টিটি অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে, তার উদ্দেশ্য গোষ্ঠীদের মধ্যে বৈরিতা তৈরি করা। হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, একই রকম বিষয়ে হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা আছে, আবেদনকারী হাইকোর্টেও আসতে পারতেন। ত্রিপুরায় হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা যেমন নিয়েছে, তেমনি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমেও সেসব খবর বের হয়েছে। পানিসাগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি মিছিল থেকে আপত্তি জনক স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ আছে, তেমনি সেই মিছিল চলার সময়ে ধর্মীয় স্থান, দোকান, বাড়ি আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ আছে। দুই মহিলা সাংবাদিক সেসব খবর করতে এসে গ্রেফতার হয়েছেন, যদিও পুলিশের রিমান্ডের দাবি নাকচ করে দিয়ে আদালত প্রথমদিনেই তাদের জামিন দিয়ে দেয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় স্থগিতাদেশও দিয়েছে। সেই সাংবাদিকরা যেদিন জামিন পেলেন, তথ্য-সংস্কৃতিমন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে তারা কাজ করছেন বলে সাংবাদিকদের বলেন। যদিও বস্তুনিষ্ঠ কোনও প্রমাণ দেননি। একটি • এরপর দুইয়ের পাতায়

নেতাজিকে ভুলে গেলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক

বক্সনগর, ২৩ জানুয়ারি।। দেশ বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিন রাজ্যজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। সরকারি নির্দেশে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সরকারি অফিস-আদালত সমস্ত স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজিকে সম্মান জানানো হয়েছে, এছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসায় পর্যন্ত নেতাজির জন্মদিনে নেতাজিকে সম্মান

প্রদ্যোতকে চ্যালেঞ্জ নির্মলের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। বিদেশি বলে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যারা সুর চড়াচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে এবার লডাই তেজি করতে ময়দানে নামলেন বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চের রাজ্য অধিষ্ঠাতা নির্মল রুদ্রপাল। রবিবারই আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কেরছেন। এদিনিই এই নতুন বুবাগ্রা বলে বাঙালিদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। বাঙালিরা নাকি বিদেশি বলছেন। এটা জাতি বিদ্বেষ মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। নির্মল রুদ্রপাল আরও বলেন, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা এনআরসি চালু করার কথা বলছেন। এনআরসি'র পক্ষে কথা বলে বাঙালিদের বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করছেন প্রদ্যোত কিশোর। এদিন প্রদ্যোত কিশোরের ককবরক ভাষা



অনেকেই দাবি করে বাঙালিরা বিদেশি। তিনি তথ্য উপস্থাপন করে বলেছেন ত্রিপুরার ভূমিপুত্র বাঙালিরাই। তিনি এও বলেছেন, মানিক্য মহারাজাদের ইতিহাস ৫৪৬ বছরের। তার আগে তাদের ইতিহাসের সন্ধান নেই। বাঙালির নতুন সংগঠনের নেতা বলেন, তার আগের দীর্ঘ বছরের ইতিহাসে বাঙালিদের খুঁজে পাওয়া গেছে। এখন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা

সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা বাদ দিয়ে হিন্দিতে বেশি কথা বলার হয়েছে। নির্মল রুদ্রপাল বলেন. বিষয়টিও তলে ধরেছেন নির্মল রুদ্রপাল। বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চ এই ইস্যুটি নিয়ে যে এখন প্রচার তেজি করছে তাও তুলে ধরেছেন তিনি। আগামীদিনে নানা ইস্যুতে আন্দোলন সংগঠিত করার কথাও বেলেছেনে তিনাি। নতুন এই সংগঠনের উদ্যোগে আগামীদিনে তেলিয়ামুড়া ও আগরতলা রেলস্টেশনে কর্মসূচি সংগঠিত হবে। উত্তর পূর্ব বঙ্গ রাজ্য গঠনের দাবি জানাচ্ছে এই সংগঠন।

জানানো হয় গোটা সোনামুড়া মহকুমায়। কিন্তু বক্সনগর ব্লুকে দেখা গেল এক ব্যতিক্রম চিত্র। এদিন বক্সনগর এলাকার সর্বস্থানে নেতাজিকে সম্মান জানিয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, বক্সনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে কোন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজিকে সম্মান জানানো হলো না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এলাকার সর্বত্র চলছে নিন্দার ঝড়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ স্কল পরিদর্শক স্বপন ভৌমিকের বিরুদ্ধে। এদিন বক্সনগর ব্রকের বিদ্যালয় পরিদশকের প্রধান কার্যালয় অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলছিল। পতাকা উত্তোলনের মঞ্চ পতাকাহীনভাবে পড়ে থাকা অবস্থা লক্ষ করা যায়। আইএস স্থপন ভৌমিকের সঙ্গে ফোনালাপে জানা যায়, ২৩ জানুয়ারি সরকারি কোন অফিসে পালিত হয় না। এ ধরনের কোন নিয়ম বা বিধি সরকারি তরফ থেকে নেই। তিনি আরো জানান এসব অনুষ্ঠান শুধু স্কুলে চলে। তবে কি তিনি স্কুলের বাইরে। একজন শিক্ষা আধিকারিক যদি এইসব কথা বলে তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে চলবে এ

।নপ্রমা (নর কা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জানুয়ারি।। নিম্নমানের কাজের খেসারত দিতে হচ্ছে নাগরিকদের। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের করইলংস্থিত পালপাড়া এলাকায় পরিদর্শনে আসেন পুর পিতার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। খোয়াই নদীর তীরে পালপাড়ার অবস্থান। সেখানকার বহু বাড়িঘর অনেক আগেই নদীগৰ্ভে চলে গেছে। বেশ

কয়েক বছর আগে নদী ভাঙন রোখার দাবিতে স্থানীয় নাগরিকরা খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়ক অবরোধ করেছিলেন। এমনকী পুলিশের সাথে নাগরিকদের খন্ডযুদ্ধও হয়েছিল। তারপরেই বাম সরকার নদী ভাঙন রুখতে বোল্ডার বসায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিম্নমানের বোল্ডার বসানো হয়েছিল ওই সময়। যে কারণে কয়েকদিনের মধ্যেই বোল্ডারগুলি

ভেঙে যায়। যার ফলে নদীগর্ভে তলিয়ে যাচেছ একের পর এক বাড়িঘর। রবিবার তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান মধুসুদন রায়-সহ অন্য প্রতিনিধিরা ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা আশ্বস্ত করেছিলেন নদী ভাঙন রোধ করতে যা যা করা দরকার তারা সব করবেন। এলাকাবাসীও তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা পুর প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন।

নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অভিভাবক মহলে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জান্যারি।। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন খয়েরপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে ছিলো প্রমোদ কর স্মৃতি ভবনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। তাতে ৩৬ জন চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে অঙ্কন সামগ্রী প্রদান করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় সকল শিল্পীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর, যুব নেতা সুধা রঞ্জন দেব সহ অন্যান্যরা।ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এই সময়ের মধ্যে নানা কর্মসূচি জারি রেখেছে। সেবামূলক এইসব কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করেছে এই অঞ্চল কমিটি। বিগত অনেক দিন ধরে 'নানা প্রতিকূলতা'

এডিয়ে খয়েরপর অঞ্চলের বাম যুবারা তাদের সেবামূলক কর্মসূচির সংগঠিত করছে। পবিত্র কর দাবি

তুলে সকলের মাঝে প্রকাশ করার পাশাপাশি সাংগঠনিক কর্মসূচিও একটা আয়োজন করা হলো। পবিত্র কর আয়োজক সংগঠনকে



করেন, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন শুধু সাংগঠনিক বিষয়েই নয়, তার সাথে সমাজের বিভিন্ন স্তারের মানুষকে নিয়ে একতার বার্তা দেওয়ার কাজও করছে। এই শিল্পীদের যে শৈল্পিক ভাবনা কিংবা সৃষ্টিশীল ভাবনা সুপ্ত লক্ষ্য করা গেছে।

অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। আয়োজকদের তরফে প্রদীপ কর এই ধরনের কর্মসূচি আগামীদিনেও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের কথা বলেছেন। গোটা আয়োজন ঘিরে ব্যাপক সাডা







অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন নেতাজিপ্রেমী নিশীথ দাস। এই আয়োজনে ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদক দুলাল দেব, বিশ্বনাথ সাহা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ছবি নিজস্ব।

তৃণমূলের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। বনমালীপুরস্থিত ক্যাম্প অফিসে এদিন এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত-সহ নেতাজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে। সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। করা হয়। পরে মহারাজগঞ্জ বাজারস্থিত নেতাজির মর্মর মূর্তিতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তৃণমূল নেতৃত্ব। উদ্ঘাটনের বিষয়ে বর্তমান কিংবা আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। সুবল ভৌমিক তার বক্তব্যে বলেছেন, আজকের দিনটি অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। আজকের ভারত নামক রাষ্ট্র গঠনে নেতাজির অবদান অনস্বীকার্য। নেতাজিকে নিয়ে বিজেপি ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা তো নেতাজিকে এখন শ্রদ্ধা করে। আসলে এটা তাদের ভন্ডামি। বর্তমান শাসকদল ধর্ম ও জাতপাতের নামে দেশকে যেভাবে এদিন সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ ভাগ করে দিচ্ছে তাতে নেতাজির স্বপ্নের ভারত ভেঙে যাচ্ছে। নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য

আজ রাতের ওযুধের দোকান

সাহা মেডিসিন সেন্টার

৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে

সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিদ্নের যোগ ! বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত

___ মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিস্তা থাকবে।

কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে।

নানা

কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা

আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে

শুভফল। শিল্প সংস্থায়

কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার

জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা

কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি

করতে হবে। সরকারি

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিছেব মতেগ

🏈 অগ্রসর হতে হবে।

সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির

সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম

পরিবর্তনেরও যোগ

🏖 🧿 আছে। এর ফলে

মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি

পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে

অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না।

কুম্ভ: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত

🚜 যোগ আছে। আর্থিক

ভাব শুভ। ব্যবসায়েও

তবে কোন অসুবিধা হবে না।

কর্মে নানান ঝামেলার

সম্মুখীন হতে হবে।

যত্নবান হওয়া দরকার।

|মেষ : পারিবারিক

ব্যাপারে

প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে

হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ ¦

আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার

মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে

প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার

বৃষ : পারিবারিক বিপেদের সংক্রাপারে পিয়াজনের সংক্রা

চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে i

ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন।

মিথুন: সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও

ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে

সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ।

আছে।

পূর্বতন সরকার কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সবাই চুপ। দেশের নানা জায়গায় অবহেলায় পড়ে আছে নেতাজির নানা স্মারক। নেতাজির আদর্শকে কিভাবে জনগণের মন থেকে মুছে দেওয়া যায় এটাই কৌশল বলে অভিযোগ করলেন সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন, নেতাজির আদর্শকে সকলের কাছে তুলে ধরতে হবে। বামপন্থীদের বিরুদ্ধেও সুর চড়ান সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন, যারা নেতাজিকে নিয়ে অন্যভাবে কথা বলেছে তাদের ক্ষমা করবে না দেশবাসী। এদিকে আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি ছিল। যুব ও মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে এদিন মাস্ক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **গভাছড়া, ২৩ জানুয়ারি** ।। গভাছড়া মহকুমার জগবন্ধুপাড়ার বড়বাড়ি এলাকায় আইপিএফটি'র যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিপিআইএম এবং তিপ্রা মথা ছেড়ে তাদেরকে দলে বরণ করে নেন ত্রিপুরা, রঘুনাথ রিয়াং প্রমুখ। দেখা গেছে। বিধায়ক বলেন, ২০২৩'র বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে তারাও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করছেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যে ২০০ থেকে ৩০০ ভোটার আইপিএফটি-তে যোগদান করবেন। সারা রাজ্যেই সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেছেন নৈতারা। এডিসি নির্বাচনের পর আইপিএফটিকে শক্তি চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে পাহাড়। তাছাড়া তিপ্রা মথার সাথে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় পাহাড়ের মানুষও নিশ্চিত হতে

২৭ পরিবারের ৬০জন ভোটার আইপিএফটি-তে যোগদান করেন। বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, উত্তম নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। এদিনের সভায় কর্মী সমর্থকদের ভালো উপস্থিতি পারছে না। আইপিএফটি নেতাদের সঙ্গী বাছাই নিয়েও চলেছে আভ্যন্তরীণ কাজিয়া। তার জের পড়েছে পাহাড়ের রাজনীতিতে।

টিডিইউএস বার্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা ,২৩ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা দিব্যাঙ্গ উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আগরতলায় বীরচন্দ্র স্টেট লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। নেতাজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা সঞ্জন ভট্টাচার্য ,সভাপতি দেবাশিস দেবনাথ ,সম্পাদিকা মিতালী দে, শিখা সরকার সহ অন্যান্যরা।

আম আদমী পার্টি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। রাজ্যেও ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াচ্ছে আম আদমী পার্টি। সাংগঠনিক নানা কর্মসূচির পাশাপাশি সেবামূলক কর্মসূচিও পালন করা হচ্ছে। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন-সহ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল দলের কার্যালয়ে। তাছাড়া এদিন স্বেচ্ছাসেবকরা আগরতলা টাউন হলের পাশেই ঝাড়ু দিয়ে গোটা চত্বর সাফাই করেছে। এদিনই মঠ চৌমুহনি-সহ বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক বিতরণ করা হয়। মূল আয়োজনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আম আদমী পার্টির ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা শক্তি দে জানিয়েছেন, নেতাজির স্বপ্নের ভারত প্রতিষ্ঠার লড়াই তারা করবেন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও দল শক্তি বাড়াচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

এবিভিপি'র রক্তদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২**৩ জানুয়ারি** ।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ কর্মসূচির আয়োজন ছিল রবীন্দ্রভবন চত্বরে।এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, সংগঠনের প্রদেশ সভাপতি ড. মিলন রানি জমাতিয়া, প্রদেশ সম্পাদক প্রীতম পাল, মৌসুমী কর-সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা এদিনের আয়োজনে অংশ নিয়েছে। সেবামূলক ভাবনায় এদিনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই সময়ের মধ্যে এই ধরনের কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্র সংগঠন হিসাবে সেবার মানসিকতার

ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের

পরিচয় দিচ্ছে। সংগঠনের তরফে

জানানো হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে

নানা সেবামূলক কর্মসূচি জারি রেখেছে

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

উদ্যোগ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা পৌছে দিতে করোনা পরিস্থিতিতে ক্লাব কর্মকর্তারা মাস্ক সহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করেছেন। ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে প্রতি বছরই তারা নানা সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। করোনা পরিস্থিতিতে এই ধরনের উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে

্যতার পাশে দাঁড়ালেন মানিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা,২৩ জানুয়ারি।।চলমান ইস্যুতে মুখ খুলে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার শাসকের দিকে আঙুল তুললেন। সরব হলেন রাজ্যের ইস্যুর পাশাপাশি জাতীয় ইস্যুতেও। বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের সাথে যা ঘটেছে এবং তাকে কেন্দ্র করে শাসক দলের যুব নেতার উপর আক্রমণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ধারিত ট্যাবলো সহ নানা ইস্যুতে রাজনৈতিক আক্রমণাত্মক ভূমিকায় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। আগরতলায় ছাত্র-যুব ভবনে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন মানিক সরকার। তিনি সাব্রুমের রক্তদান শিবিরে সুদীপ রায় বর্মণ উপস্থিত হবেন বলে সেই রক্তদান শিবির বাতিল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যারা আয়োজন করেছে সেই আয়োজক নেতার উপর প্রাণঘাতী হামলা সংঘটিত হয়েছে। মানিক সরকার বলেন এটা ঠিক নয়। ছাত্র যুব ভবনে যারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে তারা কেউ বামুটিয়া, কেউ মোহনপুরের। সেখানে রক্তদান শিবির করার জায়গা আছে কিন্তু তারা করতে পারেননি। কারণ, রক্তদান শিবিরের মতো মহৎ কর্মের আয়োজন করে

তারা আক্রান্ত হচ্ছেন। এসএফআই. টিএসইউ, ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ আক্রান্ত হচ্ছে। এবার এমন মহৎ কর্মের আয়োজনে শাসক দলের বিধায়ক যাচ্ছেন অথচ সেই আয়োজন প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে বন্ধ করা হলো। আক্রান্ত হলো সেই আয়োজক নেতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতাজি বিষয়ক যে

জানিয়ে দিয়েছে কি বিষয়ে ট্যাবলো হবে। তাহলে তো রাজ্যের কোনও অধিকার রইল না, স্বাধীনতা রইল না। মানিক সরকার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মানিক সরকারের ভাষায় কেরল, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাডু সরকারের সাথে যা করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করা হলো। কেন্দ্র সরকার যা চাপিয়ে দিচ্ছে তা করবে না বলে

শিবিরে মানিক সরকার উপস্থিত ছিলেন। নেতাজি জন্মজয়স্তীতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বামুটিয়া অঞ্চল কমিটি। স্থানীয় এলাকায় এই ধরনের কর্মসূচি করার ক্ষেত্রে বাধার কারণেই ছাত্র যুব ভবনে এই ধরনের আয়োজন হলো। গোটা আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে



ট্যাবলো করার ইচ্ছে ছিলো তাও বাতিল করলো কেন্দ্র সরকার। মানিক সরকার বলেন, এই সময়ে সময়োপযোগী ট্যাবলো পাঠাতে চাইলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অথচ বিরোধী দলগুলো পরিচালিত রাজ্য সরকার যে মডেল পাঠাচ্ছে তা বাতিল করে দেওয়া হচেছ। তামিলনাডুর সরকারের ট্যাবলোও বাতিল করা হলো। কেন্দ্র সরকার

সুর উঠেছে। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করা হচ্ছে। তবে দিল্লিতে নেতাজির মূর্তি বসানো নিয়ে মানিক সরকারের দাবি, এরপরও কতটা শ্রদ্ধা নিয়ে এই মূর্তি বসিয়েছে সেই সরকার তারাই সেটা ভালো বলতে পারে। কারণ, নেতাজি বিষয়ক ট্যাবলো বাতিল করলো এই সরকারই। এদিন ছাত্র যুব ভবনে আয়োজিত রক্তদান

মানিক সরকার বলেছেন, আজকের দিনটা খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সামনের সারির অন্যতম নেতৃত্বের জন্মদিনে এই আয়োজনকে অভিনন্দিত করেন মানিক সরকার। আয়োজনের শুরুতেই নেতাজির প্রতিকৃতিতে শ্রদা নিবেদন করেন মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এআইডিএসও'র

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি ।। এআইডিএসও'র উদ্যোগে আগরতলায় নেতাজি জন্ম জয়ন্তী উদ্যাপন করা হয়। নেতাজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সকলে। একই সাথে এদিন এআইএমএসএস, এআইডিওয়াইও-সহ বিভিন্ন সংগঠন এই দিনটি পালন করেছে। ভবতোষ দে, রামপ্রসাদ আচার্য-সহ অন্যান্যরা এই আয়োজনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রেখেছেন। নেতাজি স্বপ্নের ভারত গড়ার লড়াইয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বিজেপির আয়োজন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ

সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। ডাক্তার সাহা বলেন, আজকের দিনটিতে ভারতের বীর সন্তানকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। শুধু আজকের দিনেই নয়, সবসময়ই নেতাজি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুকে শ্ৰদ্ধা জানানো হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর কথা তুলে ধরেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি। এদিন আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই দিনটি পালন করা হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে ধারাবাহিকভাবে যে সেবামূলক কর্মসূচি চলছে করোনা পরিস্থিতিতে তা অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। নতুনবাজারের মন্দিরঘাট থেকে মাছ আনতে গিয়ে গুলিতে জখম জিতেন দাসকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন সিপিএম'র বিধায়ক সুধন দাস। তিনি নিহত এবং আহতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন। সুধন দাস ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক। তিনি জানান, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। মৎস্য ব্যবসায়ীরাও এখন আক্রান্ত



'গ্রাম-পাহাড়ের প



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। ভালো নেই গ্রাম-পাহাড়। আগরতলায় এসে অভিজ্ঞতা থেকে এই

নেতারা। রবিবার আগরতলায় চলবে বলে ক্লাব কর্তারা জানিয়েছে। । বিষয়গুলো তুলে ধরলেন টিডিএফ

টিডিএফ রাজ্য সভাপতির উদ্যোগে কর্মীদের নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন পদাধিকারীরা এদিনের আলোচনায় অংশ নেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় টিডিএফ নেতা কর্মীরা কাজ করছে। তাদের সাথে মত বিনিময় করার লক্ষ্যেই এদিনের এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নিয়ে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় কাজ করার নিরিখে নেতৃবৃন্দ সরাসরি দাবি করেন, গ্রাম-পাহাড়ের পরিস্থিতি ভালো নয়। সেখানকার মানুষ ভালো নেই। তাদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে

নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন তারা। শুধু তাই নয়, এদিন এই বিষয়গুলো তুলে ধরে তারা বলেছেন, স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। শুধ তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে গ্রাম-পাহাড়ে কাজ ও খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। যারা দায়িত্বে রয়েছে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে না। বিজেপি সরকারের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুললেন টিডিএফ'র বিভিন্ন স্তরের নেতারা। এদিন এই আলোচনায় রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করার পাশাপাশি ২০২৩ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে রণকৌশল বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, তাপস দে, পূজন বিশ্বাস-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।



হচ্ছে। মাছ বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করার উপায় নেই। শুক্রবার ভোর রাতে নতুন বাজারের মন্দিরঘাট থেকে মাছ আনতে যাওয়ার সময় রামভদ্র এলাকায় দুষ্কৃতিদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন তিন মাছ ব্যবসায়ী। তাদের মধ্যে শীতল দাস নামে এক মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হন লিটন দাস এবং জিতেন দাস নামে দুই ভাই। এর মধ্যে জিতেনের পেটে গুলি লেগেছে। তাকে ভর্তি করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। রবিবার সন্ধ্যায় জিবিপি হাসপাতালে জিতেনকে দেখতে যান সুধন। তিনি আরও দাবি করেছেন, নিহতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের সরকারিভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবিও তিনি তুলেছেন। একই সঙ্গে রাজ্যবাসীদের দ্রুত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সুধন দাস দাবি তুলেছেন।

আমরা বাঙ্গালর শ্রদ্ধাঞ্জাল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। প্রতি বছরের মতো এই বছরও আমরা বাঙালির উদ্যোগে নেতাজি জন্ম জয়ন্তীতে কর্মসূচি পালন করা শিবনগরস্থিত আমরা বাঙালির অন্যান্যরা। প্রতি বছর নেতাজি

আয়োজন ছিল না। শুধু তাই নয়, কোভিড বিধি মেনেই ছিল এদিনের আয়োজন। আগরতলা, খোয়াই, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল-সহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নেতাজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে আমরা হয়। আমরা বাঙালির রাজ্য সচিব বাঙালির বিশেষ আয়োজন গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল, সহ-সচিব দুলাল থাকতো। এবার করোনা ঘোষ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সচিব

পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও অশোকদাস, কার্যালয় সচিব বিপ্লব দাস, বিধান দাস, মহিলা সচিব সিমন্তী দেব-সহ অন্যান্যরা নেতাজির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল হয়েছে। মূল আয়োজন ছিল মাছমারা, পানিসাগর, দশদা, বলেন, নেতাজির অখণ্ড ভারতের ধর্মনগর-সহ বিভিন্ন স্থানে ২৩ স্বপ্ন যদি সফল হতো তাহলে রাজ্য কার্যালয়ে।সেখানে উপস্থিত জানুয়ারি দিনটি পালন করা অর্থ নৈতিকভাবে এই দেশ ছিলেন আমরা বাঙালির রাজ্য হয়েছে। দেশাত্মবোধক সংগীত আরও এগিয়ে যেতো। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতো। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সার্বিক অর্থেই স্বার্থক হতো। আগরতলা এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় এই দিনটি পালন করা হয়।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি

[ক্র	াকে	মে	,ন প্	াদ গুরণ	কর	যা	ব।				
ংখ্যা ৪১৪ এর উত্তর												
		1	5		4	9	3	8				
I	4		7	2	9	1	6	5				
Ī					3							
		7	4		2			3				
1	6		3			2						
Ī			6		1	4		7				
Ī	9		Г		8	5						
1	8	2	9	5	7		1					
1	3		1		6			9				

	ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৫													
	1	3	8	4			5	2						
8	2		5					1						
7			2	9	1	3	8							
	4			8	9									
3	8	5		2	4		9	7						
	6	9		5	7		4	8						
			9		8			3						
5			7											
		2						9						

নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে স্থাতি ক্ষাকৃত শুভ ফল । সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে । ক্ষতিবাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। l মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে

জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে। পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা

আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোকস্টের যোগ আছে। সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক । ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি উন্নতির যোগ আছে। পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। 🛭 চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা ।

যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং ^I

ানার্যক চাপ এবং l দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে l অধিক উৎক্ষাণ ত থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার যোগ আছে।

তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। | ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

লাভবান হবার লক্ষণ পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া । আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে। মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ দ্বোর ব্যবসাজে লাভবান হওয়ার দিন। দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়।

विलानिशा-वांश्लारिक (तल পথ অথই জলে, ক্ষব্ধ বাদল

দীর্ঘদিনের অসস্থতা কাটিয়ে কিছটা সস্থ হওয়ার পর রবিবার বিলোনিয়া সফরে আসেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী। এদিন বিকেলে বিলোনিয়া

সিপিআইএম কার্যালয়ে সাংবাদিক

সম্মেলনে মিলিত হন তিনি। বাদল

চৌধুরী বলেন, বিলোনিয়াবাসীর

দীর্ঘদিনের দাবি বাংলাদেশের সাথে

রেল সংযোগ স্থাপন। সেই বিষয়

নিয়ে তিনি সাংবাদিকদের সাথে

বিস্তারিত কথা বলেন। তিনি

১ লক্ষ গাঁজা

গাছ ধ্বংস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানান, প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত আগে যতটুকু কাজ হয়েছিল বিলোনিয়া, ২৩ জানুয়ারি।। খগেন দাসের নেতৃত্বে সংসদীয় এখনও সেই অবস্থাতেই কমিটি দীর্ঘদিন আগে দাবি জানিয়েছিল বিলোনিয়ার সাথে বাংলাদেশের রেল সংযোগ স্থাপনের। সেই মোতাবেক তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার দুই

দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যৌথ

কমিটি গঠন করেছিল। পরবর্তী

সময় রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য

জমির সার্ভে করা হয়েছিল। অথচ

গত চার বছর ধরে সরকার

পরিকল্পনাটি আটকে আছে। তিনি वरलन, यि विरलानिया **१**८य পরশুরাম ফেণি নদী হয়ে চিটাগাং বন্দরের সাথে রেল সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার



সমস্যা নিরসনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। বিতর্কিত জমি এখনও একইভাবে পড়ে আছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঋষ্যমুখ বুকের রতনপুর ভিলেজের মণিরামপুর এলাকার নাগরিকদের পানীয় জলের সমস্যা নিয়েও সরব হন। প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, গত বাম আমলে ওই গ্রামে জলের উৎস স্থাপনের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু জলস্তর খঁজে না পাওয়ায় সেখানে ডিপটিউবওয়েল বসানো যায়নি। তবে শুখা মরসমে ওই এলাকায় গাড়ি করে জলের ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু এখন এলাকায়

প্রশ্ন তলেছেন বাদল চৌধরী। তিনি জানান, বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়ে দাবি জানানো হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে পিলারও বসানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বর্তমান সরকার

মাটি চাপায় আহত দুই কিশোর

কদমতলা, ২৩ জানুয়ারি।। অসাবধানতার কারণে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। জেসিবি দিয়ে মাটি কাটতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হয় দই কিশোর। জানা গেছে, তারা মাটির নিচে চাপা পড়ে। চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব চুরাইবাড়ি পঞ্চায়েতের



খাদিমপাড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা। এদিন বিকেল ৩টা নাগাদ জেসিবি দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছিল। তার পাশেই খেলছিল ইমরান হোসেন এবং মিঠুন মাদগি। তাদের দু'জনেরই বয়স ১০ বছর। খেলতে খেলতে দুই কিশোরের উপর সেখানে মাটি চাপা পড়ে। ঘটনাটি তডিঘডি সবার নজরে আসায় দু'জনকে উদ্ধার করে নেওয়া সম্ভব হয়। এদিকে দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দুই কিশোরকে নিয়ে আসা হয় কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখান থেকে তাদের রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। তাদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে পরিবারের সদস্যরা এখনও উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

করোনা

আক্ৰান্ত

মন্ত্ৰী মনোজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কমলপুর, ২৩ জানুয়ারি।। করোনায়

আক্রান্ত হলেন মন্ত্রী মনোজ কান্তি

দেব। রবিবার করোনা পরীক্ষা

করেন মন্ত্রী। পরীক্ষার ফল পজিটিভ

আসে। এদিন সকাল থেকেই তিনি

শ্বাসকস্ট অনুভব করছিলেন।

তখনই তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ

নেন। চিকিৎসকের পরামশ

অনুযায়ী কোভিড পরীক্ষার পর

তার করোনা আক্রান্ত হওয়ার

বিষয়টি নিশ্চিত হয়। বর্তমানে

তিনি কমলপুরস্থিত নিজ বাড়িতে

নাইট কারফিউতে

চোরের দৌরাত্ম্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কদমতলা / চুরাইবাড়ি, ২৩

জানুয়ারি।। নৈশকালীন প্রহরা থাকা

সত্ত্বেও একের পর এক চুরির ঘটনা

ঘটছে। মোবাইল দোকান খোলার

মাত্র ৪ দিনের মাথায় চোরের দল

হানা দিয়ে লুটপাট করে নিয়ে যায়

প্রায় ৪ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী।

কদমতলা বাজারে এই চুরির ঘটনা

প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায়।

দোকান মালিক রুহুল আহম্মেদের

কথা অনুযায়ী চোরের দল দামি

দুই নাবালক হাতিয়ে নিলো ১১ হাজার টাকা

খবরের জেরে উদ্ধার নাবালিকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জানুয়ারি।। প্রতিবাদী কলম'র

খবরের জেরে নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডের তদন্তে জোর দেয় বিশালগড়

মহিলা থানার পুলিশ। তাদের চেষ্টার কারণেই ১৬ বছরের নাবালিকাকে

উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারি গৃহশিক্ষকের বাড়ি গিয়ে

নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা। প্রথমে তার পরিবারের সদস্যরা বুঝতে

পারেননি নাবালিকা স্বেচ্ছায় কোথাও গিয়েছে কিনা। পরবর্তী সময় তারা

জানতে পারেন রফিক ইসলাম নামে এক যুবক মেয়েটিকে অপহরণ

করেছে। মোবাইল ট্র্যাকিং করে পুলিশ জানতে পারে মেয়েটি চেন্নাইয়ে

আছে। এদিকে মধুপুর থানার কৈয়াঢেপা এলাকার রফিক ইসলামের

অবস্থানও তারা জানতে পারেন। রবিবার বিকেল ৩টায় রফিক এবং ওই

নাবালিকাকে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে আটক করা হয়। তাদেরকে

নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহিলা থানায়। পরবর্তী সময় নাবালিকার পরিবারের

সদস্যদের ডেকে তাদের মেয়েকে অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষকের হাতে আক্রান্ত মাহল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, করে না দিলে তাকে মেরে ফেলবে

দিয়েছিল মহিলার ছেলেকে বের এলাকাবাসীও ক্ষোভ জানিয়েছেন।

চড়িলাম, ২৩ জানুয়ারি।। প্রতিবেশী

শিক্ষকের হাতে আক্রান্ত হলেন এক

মহিলা। চড়িলাম উরাংবাড়ি

এলাকায় এই ঘটনা। অভিযুক্ত

শিক্ষকের নাম সঞ্জয় দাস। আক্রান্ত মহিলা অভিযোগ করেছেন রবিবার

দুপুরে তিনি যখন বাড়িতে কাজ

করছিলেন তখনই সঞ্জয় মদমত

অবস্থায় তার বাড়িতে আসে।

মহিলাকে তার ছেলের কথা

জিজ্ঞাসা করে সঞ্জয়। সে নাকি

মহিলার ছেলেকে কাছে না পেয়ে

চিৎকার করতে থাকে। হুমকি

এই কথা বলে সঞ্জয় মহিলার শরীরে

আঘাত করে। এর আগেও নাকি

সঞ্জয়ের সাথে তাদের পরিবারের

ঝগড়া হয়েছিল। তবে ঘটনাটি

অনেক আগেই মীমাংসা হয়ে যায়।

কিন্তু হঠাৎ সঞ্জয় বাড়িতে এসে

মহিলার উপর চড়াও হওয়ায় তারা

এর কোন কারণ বুঝতে পারছেন

না।রবিবার সন্ধ্যায় সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে

বিশালগড় মহিলা থানায় গিয়ে

লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন

নির্যাতিতা। শিক্ষকের হাতে মহিলা

আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জানুয়ারি।। দুই নাবালক হাতিয়ে নিলো ১১ হাজার ৮০০ টাকা। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীবিল বিদ্যালয়ে। ওই বিদ্যালয়ে নতুন কম্পিউটার রুম নির্মিত হচ্ছে। সেখানে কাজ করেন নবীনগর পঞ্চায়েতের কদমতলি এলাকার লিটন মিয়া। এদিন সকালে লিটন কাজ করার সময় জামা-কাপড় খুলে রেখেছিলেন। তার প্যান্টের পকেটেই ছিল ১১ হাজার ৮০০ টাকা। ঘন্টা দু'য়েক কাজ করে তিনি টের পান তার পকেটে টাকা নেই। অন্য কর্মীদেরও বিষয়টি সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। সহকর্মীরা নাকি তাকে জানান, দুটি ছেলেকে সেখানে দেখা গেছে। দুই ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। পরবর্তী সময় তাদেরকে ডেকে টাকা নেওয়ার বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু তারা প্রথমে বিষয়টি অস্বীকার করে। পরে দুটি ছেলেকে বিশালগড় মহিলা থানায় নিয়ে আসা হয়। থানায় দীর্ঘ জেরার পর দুই ছাত্র স্বীকার করে তারাই টাকা নিয়েছে। পুলিশ-সহ অন্যান্যরা এই ঘটনা শুনে একেবারে হতবাক হয়ে পড়েন। কারণ, দুই ছাত্র এভাবে টাকা চুরি করেছে তা সবার পক্ষেই মেনে নেওয়াটা ততটা সহজ হয়নি।

বিয়ের অনুষ্ঠানে রক্তদান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **শান্তিরবাজার, ২৩ জানুয়ারি।।** মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। উত্তর জোলাইবাড়ি বাসিন্দা অপু দাসের বাড়িতে রবিবার এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। দিনটির অন্য একটি তাৎপর্য ছিল নেতাজির জন্মদিবস উপলক্ষে। অপু দাসের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তারা সামাজিক কর্মসূচি হিসেবে রক্তদান করেন। পরিবারের সদস্যরা রক্তদানের মাধ্যমে গোটা সমাজকে বার্তা দিয়েছে যেকোন

সময়ে বক্তদান করা যায়। আর এই ধরনের কর্মসূচি উপলক্ষে রক্তদান হলে সেটা আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়। এদিন পরিবারের ২১ জন সদস্য রক্তদান করেন। অপু দাস জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন মেয়ের বিয়ের দিন শিবিরের মাধ্যমে রক্তদান করবেন। তাই এদিন সেই সুযোগ পেয়ে তিনি খুবই খুশি। পরিবারের তরফ থেকে এদিন দুস্থ নাগরিকদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করা হয়।

অল্পেতে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি চড়িলাম, ২৩ জানুয়ারি।। দুটি গাড়ির সংঘর্ষে অল্পতে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। ঘটনা রবিবার দুপুরে চড়িলাম বাজার স্ট্যান্ড এলাকায় জাতীয় সড়কে।টিআর০৫বি০৪৯৩



নম্বরের একটি গাড়ি উদয়পুরের দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে টিআর০১ইউ২৯৩৮ নম্বরের একটি পাথর বোঝাই ট্রিপার পেছন দিকে ধাক্কা দেয়। ওই গাড়ির পেছনের অংশ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।তবে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন গাড়ির যাত্রীরা। গাড়িটির মধ্যে ৪ জন যাত্রী ছিলেন। কিছুদিন পরপরই জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এদিনের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহুর্তের মধ্যেই দৃটি গাড়ির চালকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়। যদিও এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়েছিল।

যান সন্ত্রাসে জখম যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। যান সন্ত্রাস কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। শহরে স্মার্ট সিটির ক্যামেরার নজরবন্দির মধ্যেই প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা হচ্ছে। রবিবার রাজধানীর প্রগতি রোডে বাইকের পেছনে গাড়ির ধাকায় গুরুতর জখম হয়েছেন এক যুবক। ওই যুবককে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন দমকল কর্মীরা। এদিন প্রগতি রোডে দ্রুতগতির মধ্যেই বাইকের পেছনে ধাকা মারে গাড়িটি। বাইক থেকে ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত হন আরোহী। ধাক্কা মারার পর গাডিটি পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। আহত অবস্থায় বাইক আরোহীকে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে। প্রসঙ্গত, প্রতিনিয়তই যান সন্ত্রাসে রক্তাক্ত হচ্ছে রাজ্যের রাজপথ। নতন বছরের প্রথম দিন থেকেই একের পর এক যান সন্ত্রাস চলছে। অথচ রাজ্য পুলিশ এবং প্রশাসন যান সন্ত্রাস রুখতে পুরোপুরি ব্যর্থ। খুন থেকেও বছরে যান সন্ত্রাসে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ সদর দফতর থেকে যান সন্ত্রাসের মৃত্যু নিয়ে পুরো তথ্য এখন দেওয়া হয় না। বছরে কতটি মৃত্যু এবং কতজনের রক্ত ঝরেছে এই তথ্য সাংবাদিকদের কাছে লুকিয়ে রাখে রাজ্য পুলিশ।



বামেদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

হয়নি। কেন এই সমস্যা নিরসনে পরিবর্তন হওয়ার পর সেই জল সরবরাহ করা হচ্ছে না বলেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল না তা নিয়ে কাজটির কোন অগ্রগতি হয়নি। নাগরিকরা সমস্যায় পড়েছেন। নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

পড়ে আছে।একইভাবে মহুরি চরের

সমস্যাও এখনও পর্যন্ত নির্সন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৩ জানুয়ারি।। একই দিনে ১ লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করলো পুলিশ। মেলাঘর থানার অন্তর্গত মোহনভোগ ব্লক এলাকার করাতিমুড়া এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। সেখানে ২৫টি প্লটে গড়ে উঠা প্রায় ১ লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন মেলাঘর থানার ওসি পুলুরাম দাস। সাথে ছিলেন ইনসপেকটর পলাশ দত্ত, এসআই দীপঙ্কর দেবনাথ এবং টিএসআর ও সিআরপিএফ জওয়ানরা। পুলিশ জানিয়েছে এদিন সকাল ৯টায় পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ এবং বনকর্মীরা অভিযান শুরু করেন। খেদাবাড়ি এবং তুইচাকমার গভীর জঙ্গলে বন দফতরের জমিতে গড়ে উঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়। আগামী দিনেও পুলিশের এ ধরনের অভিযান জারি

লাকড়ি বোঝাই গাড়ি আটক

থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ২৩ জানুয়ারি।। ফিল্মি কায়দায় লাকড়ি বোঝাই একটি গাড়ি আটক করে বনকর্মীরা। করবুক মহকুমা বন দফতরে রাখা হয়েছে ওই গাড়িটি। যতনবাড়িস্থিত বন দফতরের বিট অফিসার পার্থ সারথী ভট্টাচার্যের কাছে খবর এসেছিল চেলাগাং থেকে লাকডি বোঝাই করে একটি গাডি নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই মোতাবেক বনকর্মীরা গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করতে থাকে। অমরপুর থেকে সেই গাড়িটি আটক করা সম্ভব হয়। টিআর০৩জি১৮৫৭ নম্বরের গাড়িটি অমরপুর থেকে যতনবাড়ি বন দফতরে নিয়ে আসা হয়।

প্রয়াত বিশিষ্ট বাদ্যকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ট বাদ্যকার প্রণব মজুমদার মাত্র ৪৩ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তার অকাল প্রয়াণে শোকগ্রস্ত শিল্পীমহল। শনিবার বিকেলে আচমকা প্রণব মজুমদারের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের সদস্যরা তাকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু তারা শেষ রক্ষা করতে পারেননি। চিকিৎসকরা তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র কন্যা, স্ত্রী এবং অসংখ্য ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন। প্রণব মজুমদার ছিলেন অক্টোপেড বাদ্যকার।

নিয়ে দুই ক্লাবের কা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি সাংবাদিক সম্মোলনে বলেন, বিলোনিয়া, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নিয়ে বিলোনিয়ার দুই ক্লাবের কাজিয়া তুঙ্গে উঠেছে। নাগরিকরা আশঙ্কা করছেন যদি প্রশাসন শীঘ্রই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই নেতাজি ক্লাবের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, আগামী ২৬ জানুয়ারি তারা রাস্তা অবরোধ করবেন। তবে প্রশাসন যদি এর আগেই সমস্যার নিরসন করে তাহলে তারা আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসবেন। রবিবার ক্লাবগৃহে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলনের আগাম ঘোষণা দিয়েছেন সভাপতি অরূপ দেব। তারা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের বিরুদ্ধে সরকারি নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ তুলেন। অন্যান্য বছরের মত এবারও বিলোনিয়া সাথে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের লোকজন

টিলা, বৈদ্যের টিলা, বনকর বাজারে যে নেতাজির প্রতিকৃতি আছে সেখানে ফুলমালা দিয়ে

নির্দেশিকা জারি করেছিল। তাতে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানানোর স্পষ্ট উল্লেখ আছে বিলোনিয়া ১নং অধিকার সবার আছে। তারা যদি নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান তাহলে তাদের কি সমস্যা? নেতাজি ক্লাব কর্তৃপক্ষ এখন পুরো শ্রদ্ধা জানাবে নেতাজি ক্লাব বিষয়টি প্রশাসনের উপর ছেড়ে



কর্তপক্ষ। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে নেতাজি ক্লাবের সদস্যরা যখন বনকরস্থিত নেতাজির প্রতিকৃতিতে ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, তারপরই কে বা কারা তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য ফেলে দেয়। নেতাজি ক্লাব সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, সেই কাজটির মহকুমা প্রশাসন নেতাজির জড়িত আছে। অর প দেব শীল-সহ অন্যান্যরা।

দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, যদি প্রশাসন নিজেদের নির্দেশিকা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে ২৬ জানুয়ারি নেতাজি ক্লাব কর্তৃপক্ষ রাস্তা অবরোধ করবেন। এদিনের উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক তমাল দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব

২**৩ জানুয়ারি।।** পানীয় জল নিয়ে অবৈধ ব্যবসার জাল ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ জেলাতেও। উচ্চ আদালতের নির্দেশে গোটা রাজ্যেই এখন প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইউনিটগুলিতে প্রশাসনিক এবং সাতমুড়াস্থিত দুটি ইউনিট সিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ইউনিটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বিলোনিয়া/শান্তিরবাজার/সাব্রুম, করেছেন। কারণ ওইসব ইউনিটগুলো দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে চলছে। তবে কিছু ইউনিটের হদিশ মিলেছে যারা বৈধ কাগজ নিয়েই ব্যবসা করছেন। এদিন বিলোনিয়ার ড্রপগেট এলাকা



অভিযান চলছে। রবিবার বিলোনিয়া, শাস্তিরবাজার এবং সাব্রুমের বেশ কয়েকটি ইউনিটে হানা দেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নমঃ 'র নেতৃত্বে অভিযানে নেমে আধিকারিকরা বেশ কয়েকটি

করে দেওয়া হয়। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ প্রশাসনিক অভিযান শুরু হয়। অভিযানকারী দলে ছিলেন ফুড সেফটি অফিসার নির্মলেন্দু দত্ত, ড্রাগস কন্ট্রোল অফিসার আদিত্য কুমার চাকমা-সহ অন্যান্যরা। দুটি ইউনিটে গিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের চক্ষু চরক গাছ

পরিবেশ দেখতে পান তারা। সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায় জলের ইউনিটের অব্যবস্থা। এছাড়া ব্যবসা চালানোর মত তাদের কাছে কোন বৈধ নথিপত্র নেই। তাই প্রশাসন দুটি ইউনিট সিল করে দেয়। অপরদিকে বিলোনিয়া কলেজ স্বোয়ার, আমলাপাড়া এবং বড়পাথরির জশ মুড়ায় আরও তিনটি ইউনিট আছে। কিন্তু এদিন সেই ইউনিটগুলিতে অভিযান চালানো হয়নি। সেই কারণেই প্রশাসনিক কর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। একইভাবে শান্তিরবাজার মহকুমারও বেশ কয়েকটি ইউনিটে হানা দেন ওইসব আধিকারিকরাই। এদিন বাইখোড়া বাইপাস সংলগ এলাকায় একটি ইউনিটে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান আধিকারিকরা। তাই সেই ইউনিটটি সিল করে দেওয়া হয়। এদিন সাব্রুমেও একইভাবে অভিযান চালানো হয়। তবে সফরের যে ইউনিটে তারা হানা দিয়েছিলেন সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক দেখা গেছে

পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে যায়। ডগস্কোয়াড নিয়েও তারা তল্লাশি চালান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ সেই ঘটনায় কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। দোকান মালিক জানান, শনিবার রাতে তিনি অন্যান্য দিনের মতই দোকানে তালা লাগিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন সকালে স্থানীয়রা তাকে খবর দেন দোকানের দরজা খোলা। দোকান মালিক বাজারে এসে দোকানের অবস্থা দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত চোরের টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি। অন্য ব্যবসায়ীরাও ঘটনাটি নিয়ে আতঙ্কে আছেন। কিভাবে নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা নিয়েই

প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ীরা।

মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। এদিন সকালে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রহমান, সিপিআইএম অঞ্চল কাঁঠালিয়া, ২৩ জানুয়ারি।। সম্পাদক মিজান মিয়া-সহ

যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজি সূভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী পালন করল সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটি। রবিবার মহকুমা কমিটির উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে নেতাজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মহকুমার নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, ছিলেন বিধায়ক শ্যামল



আজ আমাদের দেশ এক কঠিন পরিস্থিতি মুখাপেক্ষী। যে লক্ষ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তাই এখন উপলক্ষে পরিণত হয়েছে। দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন অন্যায় আর মিথ্যার গল্প নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ কর্মহীন অনাহার-অর্ধাহারে জ্বালায় হাহাকার করতে হচ্ছে এ রাজ্যেও। নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে কর্মী-সমর্থকদের বলেন আমরা বামপন্থীরা অন্যায় আর মিথ্যার সাথে আপোশ করব না। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচার লড়াই আগামী দিন আরো এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন তিনি।



কংগ্রেসের উদ্যোগে নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কংগ্রেস ভবনের সামনে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, গোপাল রায়, প্রশান্ত সেন চৌধুরী, সুব্রত সিনহা, ভবানন্দ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নেমে সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়িস্থিত চেকপোস্ট ডব্লিউ তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় প্রায় প্রতিনিয়তই গাঁজা পাচারকারীদের আনাগোনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূলত অতিষ্ঠ তেলিয়ামুড়া এলাকার সাধারণ জনগণ। রবিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে ইউ নিটের

তেলিয়ামুড়া, ২৩ জানুয়ারি।। ট্রাফিক পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এদিন সাতসকালে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর কাছে গোপনে খবর এই মহকুমাকে করিডোর বানিয়ে আসে আগরতলার দিক থেকে গাঁজা পাচার অব্যাহত রয়েছে। এই বহির্বাজ্যের একটি দূর পাল্লার গাঁজা পাচারকারীদের বাড়বাড়ন্তে লরিতে করে বেশ পরিমাণ শুকনো গাঁজা পাচার হচ্ছে। এই খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক তেলিয়ামুড়ার

বি২৩সি ১৫৯৭ নম্বরের একটি দুরপাল্লার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৫টি প্যাকেটে ১৫০ কেজি শুকনো গাঁজা। সঙ্গে আটক হয় গাড়িতে থাকা বহির্নাজ্যের গাড়ির চালক রনজিৎ সৃষ্টি করেছিলেন। খোয়াই জেলাতে সিংহ (৫৬) তার বাড়ি পশ্চিমবাংলার বরানগর এলাকায়। আটককৃত গাঁজার বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা হতে পারে বলে

জানিয়েছেন তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ডিএসপি বিক্রমজিৎ শুক্লদাস। বলা বাহুল্য, পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী উত্তর জেলায় কর্মরত থাকাকালীন সময় নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে সর্বদা সক্রিয় থেকে নজির পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই তার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই গাঁজা বিরোধী অভিযানের সাফল্য পেল পুলিশ।

জানা এজানা

হরেক রকম

urativorans (সাইক্রোব্যাকটার

আর্টিভোরানস): এরা অত্যন্ত

ঠান্ডা জায়গায়ও বাঁচতে পারে।

পারে, সে জন্য এদের শরীরে

(ল্যাকটোব্যাকিলাস

পারে। দই তৈরিতে এই

অতি ঠান্ডায় যাতে জমে যেতে না

রয়েছে বিশেষ একধরনের পদার্থ।

@. Lactobacillus acidophilus

অ্যাসিডোফিলিস): গরম দুধে

ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

b. Deinococcus radiodurans

(ডেইনোকক্কাস রেডিওডুরানস):

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তপ্রাণ

ব্যাকটেরিয়া। এরা তীব্র শীতে.

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সহ্য করেও

(এসকেরিকা কলি): মানুষের

অন্ত্রে বসবাসকারী সবচেয়ে

পরিচিত ব্যাকটেরিয়া। এরা

এদের কিছু প্রজাতি খাদ্যে

বিষক্রিয়া তৈরি করে।

হয় এই ব্যাকটেরিয়া।

৯. Vibrio cholerae

৮. Acetobacter aceti

সাধারণত ক্ষতিকর নয়। কিন্তু

(অ্যাকেটোব্যাকটার অ্যাকেটি)

ভিনেগার তৈরিতে ব্যবহার করা

(ডেইনোকক্কাস রেডিওডুরানস):

দৃষিত পানি ও খাদ্যে বসবাসকারী

এই ব্যাকটেরিয়া কলেরা রোগের

স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় এদের বাস।

এরা সূর্যালোকের সাহায্যে শক্তি

সংগ্রহ করে এং লম্বা শিকলের

মতো বেড়ে ওঠে, ঠিক উদ্ভিদ

যেভাবে সূর্যালোকের সাহায্যে

কোনোটাতে থাকতই না। এই

বেঁচে থাকে।

১০. Nostoc (নোস্টক):

বেঁচে থাকতে পারে।

٩. Escherichia col

শক্তিশালী অ্যাসিডে ও শক্তিশালী

এরা খুব ভালো বংশ বৃদ্ধি করতে

ব্যাকটেরিয়া প্রাণিজগতের সবচেয়ে ছোট এককোষী অণুজীব। এরা সহজ জীবনযাপন করতে পারে। পৃথিবীতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া বাস করে। মরুভূমি থেকে প্যাচপ্যাঁচে কাদায়, প্রাণীর অন্ত্রে, গাছের শিকড়ে এবং সমুদ্রের তলদেশ তথা পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় এদের বাস। মানুষ বা প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য ব্যাকটেরিয়া অপরিহার্য। কিন্তু এরা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে মারাত্মক রোগ হতে পারে।

3. Clostridium Botulinum (ক্লোস্ট্রিডিয়াম বটুলিয়াম): সাধারণত মাটিতে বাস করে। কিন্তু এরা ভয়ংকর বিষ উৎপাদন করতে পারে। সেই বিষে মানুষ বা প্রাণী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আর সব ব্যাকটেরিরার মতো এরাও জ্যামিতিক হারে বিভাজিত হয় এবং দ্রুত সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলে।

 Nitrobacter (নাইট্রোব্যাকটার): মাটি ও জলকে উর্বর করে, গাছপালা এবং প্রাণীদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এরা লম্বা চুল বা চাবুকের মতো লেজ নাড়িয়ে সামনের দিকে এগোতে পারে। প্রতি সেকেন্ডে এরা ৫০ বার চুল আর লেজ নাড়াতে পারে।

o. Staphylococcus epidermidis (স্ট্যাফিলোককাস এপিডারমিডিস): মানুষের ত্বকে বসবাস করে এই ব্যাকটেরিয়া। সচরাচর এরা তেমন ক্ষতি করে না। যদি এরা শরীরের ভেতরে হয়ে উঠতে পারে।

পুলিশের বেধড়ক মারে মৃত্যু কিশোরের **লখনউ, ২৩ জানুয়ারি।।** ফোন চুরির

অভিযোগে এক কিশোরকে থানায় ডেকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে। পুলিশের মার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরের। মতের দিদি জানিয়েছেন, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফোন চুরির অভিযোগ আনে তাঁদেরই এক কাকা। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই কিশোরকে থানায় ডেকে পাঠায়। কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে তার মা থানায় গিয়েছিলেন। অভিযোগ, ছেলেটির মাকে থানা থেকে চলে যেতে বলা হয়। কিছুক্ষণ পরই ছেলেটি বাড়িতে ফিরে আসে। পরিবারের সদস্যদের কাছে জানায় যে পুলিশ তাকে বেধড়ক মারধর করেছে। হাত-পায়ে ধরা সত্তেও রেহাই দেওয়া হয়নি তাকে। কিশোরের দিদি জানিয়েছেন, বাড়িতে ফেরার কিছুক্ষণ পরই ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ে।সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ভাইয়ের। এই ঘটনার পরই এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দোষী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মূলে আঘাত, আইএএস ক্যাডার রুল নিয়ে চিঠি একাধিক মুখ্যমন্ত্রীর

তিরুঅনন্তপুরম/চেন্নাই, ২৩ জানুয়ারি।। প্রস্তাবিত আইএএস ক্যাডার রুলের বিরোধিতায় এবার মমতা বন্দ্যোপাধায়ের সঙ্গে যোগ দিলেন আরও দই মখামন্ত্রী। কেরলের মখামন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং তামিলনাড্র মখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন পথকভাবে চিঠি লিখে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। স্ট্যালিন লিখেছেন, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত এই পরিবর্তন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে আঘাত করবে। এই পদক্ষেপ রাজের স্বাধিকারেও হস্তক্ষেপের শামিল। বিজয়ন এই পরিকল্পনা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন, এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আইএএস অফিসারদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। এই ধরনের নিয়ম কার্যকর হলে আইএএস অফিসারেরা তাঁদের কার্যকাল জুড়ে শাস্তির ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবেন। এর ফলে ভারতে যে শক্তপোক্ত আমলাতন্ত্রের ভিত্তি রয়েছে তা নড়বড়ে হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দুই মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দু'বার চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। বিজয়নের মতো প্রস্তাবিত রুল কার্যকর হলে সামঞ্জস্যের অভাব হবে। বর্তমানে যে ডেপুটেশন রুল রয়েছে তা ইতিমধেই কেন্দ্রের দিকে অনেকটা বাঁকে রয়েছে। তিনি লিখেছেন. 'প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে অফিসারদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা দেবে। বিশেষত কেন্দ্রে যদি রাজ্যের বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন থাকে।' স্ট্যালিন লিখেছেন, 'আমি স্পষ্ট জানাতে চাই কেন্দ্রের ভ্রান্ত ক্যাডার ব্যবস্থাপনা নীতির কারণে অনেক রাজ্যেই বরিষ্ঠ আইএএস আধিকারিকদের সংখ্যা অপ্রতুল।' কেন্দ্রের প্রস্তাবিত এই সংশোধন ইতিমধ্যেই অ-বিজেপি রাজ্যগুলি থেকে ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, ছত্তিশগঢ়ের ভূপেশ বাঘেল এবং ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেনও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এর বিরোধিতা করেছেন। কেন্দ্র অবশ্য সাফাই দিয়েছে, রাজ্যগুলি আইএস অফিসারদের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীরা। ছাড়তে না চাওয়ায় কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রচার ভিডিও নিয়ে বিতর্ক

नशामिल्लि, २० जानुशाति।। সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের অনুশীলন চলছে নয়াদিল্লির বিজয় চকে। নৌসেনার পোশাকে অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন সেনা জওয়ানরা। সেখানে কী গান বাজছে? শুনে আপনিও চমকে উঠবেন। 'মণিকা ও মাই ডার্লিং।' হাাঁ, ঠিকই পড়েছেন। হাতে সমরাস্ত্র। সুসজ্জিত সেনা জওয়ানেরা। তাঁদের বাদ্যযন্ত্রে বাজছে একের পর এক বলিউডের গান। এমনই একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে সরকারি একটি টুইটার হ্যান্ডল থেকে। অনেকেই এই ভিডিওটিতে মজা পেলেও এর সমালোচনাও হচ্ছে। অনেকের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, সেনার এই কাজ তাঁরা ভালভাবে দেখছেন না। যে ভিডিও ইতিমধ্যে ২৯ হাজার বারেরও বেশি দেখা হয়েছে। ভাইরাল এই ভিডিও ক্রমাগত শেয়ার হয়েই চলেছে। মাইগভইন্ডিয়া-র টইটারে ওই ভিডিও শেয়ার করে লেখা হয়েছে, 'কী দুর্দান্ত দৃশ্য! এই ভিডিও দেখে আপনি মজা পাবেন। আপনি কি ৭৩তম সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান দেখতে চান? তা হলে এখনই আপনার আসন বুক করুন। ক্রমাগত শেয়ার হওয়া এই ভিডিও'র নীচে জমা হচ্ছে মজার মজার সব মন্তব্য। কী গানই বেঁধেছিলেন রাহুল দেব বর্মণ।

বিদ্বেষমূলক ভাষণে মুসলিম নেতাদের গ্রেফতার করার আবেদন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের

হরিদ্বারে তথাকথিত ধর্ম সংসদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ভাষণ নিয়ে তোলপাড দেশ। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর গ্রেফতার হয়েছেন যাতি নরসিংহানন্দ ও জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী (ধর্মান্তরণের আগের নাম ওয়াসিম রিজভি)। এবার এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ল আবেদন। দু'টি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ওই আবেদনের নির্যাস, ঘূণা-ভাষণের জন্য গ্রেফতার করা হোক মুসলিম নেতাদেরই। সংশ্লিষ্ট মামলায় তাদের যুক্ত করারও আবেদন জানিয়েছে দুই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। 'হিন্দু সেনা' নামে সংগঠনটির তরফে শীর্ষ আদালতে জমা পড়া আবেদনে দাবি করা হয়েছে, 'ধর্ম সংসদে ধর্মীয় নেতাদের ওই বক্তব্যের কারণ হিন্দু সংস্কৃতির উপর অ-হিন্দুদের আক্রমণ। একে কোনওভাবেই ঘৃণা-ভাষণ হিসেবে অভিহিত করা যায় না।' আবেদনে বলা হয়েছে, 'হিন্দুদের আধ্যাত্মিক নেতাদের কলঙ্কিত করার প্রয়াস চলছে আবেদনকারী এক জন মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং তিনি হিন্দু ধর্ম সংসদ নিয়ে আপত্তি জানাতে পারেন না।' প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি দায়ের করেছেন পাটনা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জনা প্রকাশ এবং সাংবাদিক কুরবান আলি। 'হিন্দু সেনা' নামক সংগঠনটির সভাপতি বিষ্ণু গুপ্ত আরও দাবি জানিয়েছেন, এআইএমআইএম-এর প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। দিল্লি ও আসাদুদ্দিন ওয়েইসি এবং ওয়ারিস পাঠানের মতো মুসলিম নেতাদের আগে গ্রেফতার করা হোক। তাঁর দাবি, ওয়েইসি, পাঠানরাও ঘণা-ভাষণ দেওয়ায় অভিযুক্ত। 'হিন্দু ফ্রন্ট ফর জাস্টিস' নামে অন্য একটি সংগঠন আবেদনে দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্ট যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-ভাষণের মামলাটি বিবেচনাধীন রেখেছে তখন হিন্দুদের বিরুণ্দ্ধে ঘূণা-ভাষণের বিষয়টিকেও এর অন্তর্ভু করা হোক। হিন্দুদের বিরুদ্ধ ঘূণা-ভাষণের ২৫টি দৃষ্টান্তও তারা আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। সম্প্রতি দিল্লি ও হরিদ্বারে তথাকথিত ধর্ম সংসদে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কতিপয় হিন্দত্ববাদীর বিরুদ্ধে। একে জাতীয় সুরক্ষা ও দেশের অখগুতার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক আখ্যা দিয়েছেন পাঁচ প্রাক্তন সেনা অধিকর্তা এবং বহু সাধারণ মানুষ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন আমলারাও। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খোলা চিঠি দিয়েছেন তাঁরা। গত ১২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোট কেন্দ্ৰ, দিল্লি পুলিশ ও উত্তরাখণ্ড সরকারকে নোটিশ পাঠিয়ে এ বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে চায়। ঠিক তার পরেই উত্তরাখণ্ডের পুলিশ গ্রেফতার করে যাতি নরসিংহানন্দ ও জিতেন্দ্র নারায়ণ ত্যাগী (ধর্মান্তরণের আগের নাম ওয়াসিম রিজভি)-কে। বর্তমানে তাঁরা বিচার

বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।



নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তির হলোগ্রাম উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি এই মূর্তি উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া গেটে গ্রানাইট দিয়ে তৈরি নেতাজির মূর্তি স্থাপিত হবে। রবিবার মূর্তি উন্মোচনের পর মোদি বলেন, "ভারতমাতার বীর সস্তান নেতাজিকে কোটি কোটি প্রণাম। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই মূর্তি স্বাধীনতার নায়কের প্রতি দেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি।" স্বাধীন ভারতের স্বপ্নপূরণ এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "পৃথিবীর কোনও শক্তি সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য আটকাবে।" নেতাজি দেশভক্তির প্রতীক বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "নেতাজি আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে শিখিয়েছেন। স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক ভারতের বিশ্বাস জুগিয়েছিলেন।" তাঁর কথায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিষয়টি উঠে এসেছে। কী ভাবে দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়েছে তারও উল্লেখ

গোষ্ঠী সংক্রমণ পর্যায়ে রয়েছে ওমিক্রন ঃ

তৈরি করেছে করোনা ভাইরাসের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন। ভারতেও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে এই ভ্যারিয়েন্ট। তবে এ দেশে ওমিক্রন সংক্রমণ আর বিচ্ছিন্ন কোনও সংক্রমণ নয়। তা বর্তমানে দেশে গোষ্ঠী সংক্রমণের পর্যায়ে রয়েছে। দেশের বড় শহরগুলিতে এই ভ্যারিয়েন্টই দাপট দেখাচ্ছে। এই শহরগুলিতে বিগত কিছুদিন ধরে মাত্রাছাড়াভাবে করোনা আক্রান্ত'র সংখ্যা বেড়েছে। আইএনএসএসিওজি তাদের সাম্প্রতিক বুলেটিনে একথা জানিয়েছে। আইএনএসএসিওজি কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায় তা পরীক্ষা করতে সারা দেশজুড়ে ভ্যারিয়েশন পরীক্ষা করে দেখে। সংক্রমণ কীভাবে ছড়ায়, বিবর্তন হয় তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি

এই সংস্থা অনেকটা SARS-CoV-২ জিনোমিক্স কনসোর্টিয়াম। কেন্দ্রের এই গবেষণা সংস্থা আরও জানিয়েছে যে, ওমিক্রনের সংক্রামক সাব ভ্যারিয়েন্ট বিএ-২ ভারতে উল্লেখযোগ্য ভগ্নাংশ হারে চিহ্নিত করা গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওমিক্রন আক্রান্ত হয় উপসর্গহীন বা মৃদু। করোনার চলতি ঢেউয়ে হাসপাতালে ভর্তি বা আইসিইউ-তে রাখার ঘটনা বাড়ছে এবং আশঙ্কার পর্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে। আইএনএসএসিওজি ১০ জানুয়ারির বুলেটিনে এ কথা জানিয়েছে, তা রবিবার প্রকাশিত হয়েছে। বলেটিনে বলা হয়েছে. ওমিক্রন এখন ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ পর্যায়ে রয়েছে। বেশ কয়েকটি মেটো শহরে এই স্টেন আইএনএসএসিওজি সম্ভাব্য সবচেয়ে কার্যকর প্রধান হয়ে উঠেছে, যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। সারা বিশ্বজুড়েই উদ্বেগ জনস্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে। আইএনএসএসিওজি বলেছে, দেশে সম্প্রতি প্রাপ্ত বি.১.৬৪০.২ lineage-এর পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সংস্থার ৩ জানুয়ারির বুলেটিনও রবিবার প্রকাশ করা হয়েছে। ওই বুলেটিনেও বলা হয়েছেন, ভারতে ওমিক্রন গোষ্ঠী সংক্রমণ স্তরে। দিল্লি ও মুম্বইয়ের মতো শহরগুলিতে এই স্ট্রেন দাপট দেখাচেছ, যেখানে নতুন করে আক্রান্ত'র সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। উল্লেখ্য, দেশে দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমলেও, তা আজও সাড়ে ৩ লক্ষের কাছাকাছি। ওমিক্রন আবহে উদ্বেগ বাড়িয়ে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ফের সাড়ে ৫০০-র কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৩৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫২৫ জনের।

রেডিয়াম শব্দটি যেভাবে পেলাম

রেডিওঅ্যাকটিভ বা তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়ামের আবিষ্কর্তা মেরি কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়েরে কুরি। পিচব্লেন্ড খনিজ থেকে ইউরেনিয়াম আলাদা করার পরও তাতে তেজস্ক্রিয় ধর্ম দেখতে পান কুরি দম্পতি। ১৯৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর এই মৌল আবিষ্কার করেন তাঁরা। এর পাঁচ দিন পর অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর ফরাসি বিজ্ঞান একাডেমিতে এই আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন কুরি দম্পতি। প্রায় এক বছর পর মৌলটির নামকরণ করা হয় রেডিয়াম। শব্দটির উত ল্যাটিন রেডিয়াস (রশ্মি) থেকে। রশ্মিরূপে মৌলটি শক্তি নিঃ সরণ করতে পারে বলেই এমন নামকরণ। রেডিয়াম জলেতে মেশালে তা অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। মৌলটি আবিষ্কারের পর একে বেশ কিছু রোগ নিরাময়ের অলৌকিক টনিক হিসেবে ভাবা হয়েছিল। সে কারণেই বিশ শতকের শুরুর দিকে আশ্চর্য ওষুধের উপাদান হিসেবে রেডিয়াম ব্যবহার করা হতো। হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে এটি তাই মহৌষধ ছিল। এ সময়েই রেডিয়াম চকলেট, রেডিয়াম ওয়াটার, রেডিয়াম ব্রেড নামের নিত্যনতুন পণ্যে বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় রেডিঅ্যান্ডোক্রিনেটর নামের একটি যন্ত্র। যৌবন ধরে রাখতে, সতেজ জীবন লাভের

আশায় অনেকেই এই দামি যন্ত্রটি পেটের নিচে বেঁধে রাতে ঘুমাত। প্রায় ক্রেডিট কার্ডের সমান এই যন্ত্রে অনেকখানি রেডিয়াম ব্যবহার করা হতো। তাতে এটি বানানোর খরচও ছিল বেশি। তাই দামটাও অনেক বেশি হওয়ায় এর প্রধান ক্রেতা ছিল মূলত বিত্তবানেরা। অন্যদিকে সাধারণের জন্য সস্তায় কিছু ভুয়া রেডিঅ্যান্ডোক্রিনেটর যন্ত্রও বাজারে পাওয়া যেত। এগুলোতে রেডিয়াম থাকত খুব অল্প কিংবা কোনো

সস্তা যন্ত্রগুলোর স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতা ছিল যৌবন ধরে রাখতে আগ্রহী গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি। মজার ব্যাপার হলো, এই দরিদ্ররাই ছিল ভাগ্যবান। কারণ, তাদের যন্ত্রে রেডিয়াম কম থাকায় তাদের দেহে ক্ষতির পরিমাণও ছিল অনেক কম।আবার অন্ধকারে ঘড়ি দেখার সুবিধার্থে সে সময় ঘড়ির ডায়ালে রেডিয়াম মিশ্রিত রং ব্যবহার করা হতো। এসব রঙে প্রায় এক মাইক্রোগ্রাম রেডিয়াম থাকত। আর এসব কাজে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি কারখানায় তরুণ নারী কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ঘড়ির ডায়ালে রেডিয়াম—মিশ্রিত আলোকপ্রভাযুক্ত রঙ্কে রাঙাতে বিশেষ ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করা হতো। ব্রাশগুলোর ডগা ঠিক রাখতে ঠোঁট দিয়ে চাটার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল ওই মেয়েদের। ইতিহাসে রেডিয়াম গার্ল নামে পরিচিত এই মেয়েদের বলা হয়েছিল রেডিয়াম ক্ষতিকর নয়। তাই অনেকে ফ্যাশন হিসেবেও রেডিয়াম ব্যবহার শুরু করছিল। এর অংশ হিসেবে অনেকেই চুলে, চোখের পাতায়, নখে, ঠোঁটে রেডিয়ামের প্রলেপ লাগাত। এমনকি দাঁতেও রেডিয়াম লাগাত অনেকে, যাতে অন্ধকারে সেখান থেকে প্রভা ছড়ায়। কিছুদিন পরই এর ফলাফল হাতে হাতে পেয়েছিল রেডিয়াম ব্যবহারকারীরা। শুরুতেই অনেকের দাঁত পড়ে গেল, দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দিল। এ ছাড়া চোয়ালে পচন, তারপর ক্যানসার ধরা পড়ল। নিউ জার্সির একটি কারখানায় এভাবেই শতাধিক মেয়ে মারা গিয়েছিল। অনেক পরে রেডিয়ামের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষ সচেতন

হয়েছিল।

মমতার ঘোষণা কেজরি'র ভবিষ্যদ্বাণী কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজি

সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ময়দানে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে হাজির বিশিষ্টজনেরাও। বেলা সওয়া বারোটায় নেতাজির জন্মক্ষণে বেজে ওঠে সাইরেন। সেই সময় মুখ্যমন্ত্ৰীকে শঙ্খ বাজাতে দেখা যায়। তারপর নেতাজি মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন তিনি। এরপর একে একে নেতাজি মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন নেতাজি পরিবারের সদস্যরা থেকে অন্যান্য বিশিষ্টরা। পুষ্পার্ঘ নিবেদনের সময় মঞ্চে নেতাজির গান গাইতে শোনা যায় নেতাজি পরিবারের সদস্য সুগত বসু ও তাঁর ভাইকে। নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, ''নেতাজি শুধু বাংলার নন, তিনি দেশের, তিনি গোটা বিশ্বের।" বাংলায় যোজনা কমিশন গড়ে তোলা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। নেতাজি যোজনা

এরপর দুইয়ের পাতায়

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আম আদমি পার্টি। দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল বললেন. তাঁর দলের কাছে গোপন সত্রে খবর আছে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ভোটে হারার ভয় থাকলেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে বিরোধীদের ভয় দেখায় বিজেপি, বললেন কেজরি। তবে তা নিয়ে চরণজিত সিং চান্নির মতো হাহাকার করবেন না তিনি, সাফ কথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। রবিবার কেজরিওয়াল বললেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব নির্বাচনের আগে সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করতে আসবে ইডি। জৈনকে দু'বার রেড করেছে কেন্দ্র, কিন্তু কিছুই পায়নি। আবার যদি তারা আসতে চায়, স্বাগতম। কারণ এটা নির্বাচনের মরসুম আর বিজেপি যখনই দেখে তারা হারছে তখনই সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে লেলিয়ে দেয়। তাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে কিছু রেড হবে, কয়েকজন গ্রেফতার হবে।' কেজরিওয়াল রীতিমতো চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলেন, 'আমরা ভীত নই কারণ আমরা সত্যের পথে রয়েছি আর এই সব বাধা আসতে বাধ্য। প্লিজ সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, দিল্লি পুলিশকেও পাঠান। আমাদের সবাইকেই আগে রেড করা হয়েছে। অতীতে ২১ জন বিধায়ক গ্রেফতার হয়েছেন। এবার বড়জোর সত্যেন্দ্র জৈন গ্রেফতার হবেন, আবার দু'দিন বাদে জামিন পেয়ে যাবেন। আমরা গ্রেফতার হতে ভয় পাই না।' এরপর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে কেজরিওয়াল বললেন, 'অবশ্য আমরা চরণজিত সিং চান্নির মতো ঘ্যান ঘ্যান করছি না। কারণ আমরা কোনও ভুল কিছু করিনি। চান্নিজী চাপে পড়েছেন হয়তো তাঁর কিছু লুকানোর আছে। মানুষ এখন জানেন, এই ১১১ দিনে তিনি কী করেছেন। আমাদের সেরকম কিছু নেই। সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেনিকে স্বাগত, শুধু সত্যেন্দ্র জৈনের বাড়ি নয় আমার কাছেও।'

পানাজি, ২৩ জানুয়ারি।। ২০১৭ বিধানসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা দখল করতে পারেনি কংগ্রেস। কৌশলে গোয়ার মসনদ দখল করে বিজেপি। পরে একের পর এক কংগ্রেস বিধায়ক দল ছেড়ে ভিড়ে যান গেরুয়া শিবিরে। ২০১৭'র সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রুখতে এবার আগেভাগে ব্যবস্থা নিল হাত শিবির। যদিও কংগ্রেসের নেওয়া এই পদক্ষেপকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিচ্ছে বিরোধী শিবির। কী ব্যবস্থা নিল কংগ্রেস? দলীয় সূত্রের খবর, গোয়ার প্রার্থীদের ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা কংগ্রেসের টিকিটে জিতে আসার পর অন্য রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন না। যত প্রলোভনই আসুক, তাঁরা দলের প্রতি অনুগত থেকেই গোয়ার মানুষের সেবা করবেন। শনিবার দলের প্রার্থীদের

প্রার্থীদের শপথ

প্রথমে গোয়ার বিখ্যাত মহালক্ষ্মী

লাইফ স্টাইল

বড়িতে বসেই কমবে ওজন

শুধু মানতে হবে ডায়েট ও শরীরচর্চার এই পরামর্শগুলি



করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে অনেকেরই আবার ওয়ার্ক ফ্রম হোম শুরু হয়েছে। কোভিডের ভয়ে কেউ কেউ বন্ধ করে

দিয়েছেন জিমে যাওয়া। এই পরিস্থিতিতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা বড় একটা চ্যালেঞ্জ। তবে একটু মুশকিল হলেও অসম্ভব

একেবারেই। নিউট্রিশনিস্ট মুগ্ধা প্রধান বাড়ি বসে ওজন কমানোর কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। চলুন সেগুলোতেই একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক--ক্ষতিকারক খাবার যেমন তেল, চিনি, ময়দা আর প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলুন। ডিম, মাংস, মাছ, পনিরের মতো প্রোটিন রিচ খাবার রাখুন তালিকায়। দুটি মিলের মাঝে খিদে পেলে স্যাক্স হিসেবে ড্রাই ফুটস আর ফল খেতে পারেন। নিউট্রিশনিস্ট মাধবী কর্মকার শর্মা দেখিয়েছেন কীভাবে

ডায়েট চার্ট স্বাস্থ্যকর করে তোলা যায়। চলুন দেখে নেই সেগুলো--বাড়িতে তৈরি করা খাবার সবসময় স্বাস্থ্যকর। সঙ্গে শুধু কতটা পরিমাণে খাবার খাচ্ছেন ও খাবারের গুণগত মানের দিকে নজর দিলেই হবে না, কোন্ সময়ে খাবার

খাচ্ছেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সান ক্লক সবচেয়ে ভালো কাজ করে খাবার হজম করতে ও খাবার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে

সকাল ৯টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে ফেলুন। সুজির পোলাও,

খান ব্ৰেকফাস্টে। তেল জাতীয় খাবার বা ভাজাভুজি না খাওয়াই ভালো। ২টো থেকে আড়াইটের মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে নিন। ১ কাপ ভাত, ডাল, সবজি, মাছ অথবা মাংস রাখুন মেনুতে। রান্নায় যত কম তেল দেওয়া যায় তত ভালো। ভাজাভুজি খাবেন না একেবারে। ৫টা নাগাদ টিফিন করুন। চা, বাদাম, ছানা, মখন খেতে রাত ৯টার মধ্যে খেয়ে নিন রাতের খাবার। রাতে খুব হালকা খাবার খান। খাওয়ার অন্তত ২ ঘণ্টা পর শুতে যান। ঘরে বসে এক্সারসাইজ শুধু ডায়েট করলেই তো হল না, সঙ্গে আপনাকে শরীরচর্চার

দেখুন কী কী এক্সারসাইজ করতে পারবেন বাড়িতে বসেই! সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করুন দু"-তিনবার। ফোনে কথা বলার সময় ঘরের মধ্যেই হাঁটুন। ছাদে সকাল-বিকেল হাঁটুন। খালি সময়ে কাছের কোনও মাঠে বা পার্কেও হাঁটতে যেতে পারেন। সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন শরীরচর্চা করুন। স্পট জগিং, স্কোয়াট, সিট আপ, পুশ আপ, ওয়াল সিট করতে পারেন বাড়িতেই। যোগাও খুব কার্যকরী ওজন কমানো ও শরীর শেপে আনতে।

দিকেও নজর দিতে হবে।

মডার্ন ক্লাবের

অভিজ্ঞান

জাগৃতি দত্ত, অনৃধৰ্ব ১২ বিভাগে

শ্রীজীব মজুমদার, মঞ্জিষ্ঠা দেবনাথ,

সোমরাজ সাহা, দেবজিৎ দে, শ্রেয়সী

সাহা, অনুধর্ব ১৪ বিভাগে অনুরাগ

সাহা, নির্বাণ মজুমদার, সৃষ্টিরাজ

সাহা, কৃতিস্মাতা দাসগুপ্ত, অনিক

দেবনাথ, কৃত্তিকা সাহা প্রমুখ

দাবাড়ুরা ভালো পারফরম্যান্স

করেছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি

দুই দিনব্যাপী টেনিস

প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ঃ

বাধারঘাট টেনিস কোচিং সেন্টারের

উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী

টেনিস প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হলো

রবিবার। পুরুষ সিঙ্গলসে তরুণ

কাপুর-কে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে

দীপক কুমার চাকমা। পুরুষ ডাবলসে

বিজয়ী হয়েছে অবিনাশ সাহা-জন

হানসক জুটি। রানার্সআপ হয়েছে

তরুণ কাপুর-অনির্বাণ দত্ত জুটি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন। ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা

সুবিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

ছেলের সঙ্গে একই

দলে বাবা, আফগান

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা

কাবুল, ২৩ জানুয়ারি।। একই দলে

ছেলে এবং বাবা। ক্রিকেটার্স

বেনিফিট লিগে এ বছর একই দলের

হয়ে খেললেন আফগানিস্তানের

মহম্মদ নবি এবং তাঁর ছেলে হাসান।

ভবিষ্যতে জাতীয় দলের হয়েও

সম্ভব হলে একসঙ্গে খেলতে ইচ্ছুক

নবি। অনেক লড়াই করে ক্রিকেট

শিখতে হয়েছে নবিকে। তিনি

বলেন, ''ছোটবেলায় আমার কিছু

ছিল না। হাসানের আছে। সম্পূর্ণ

আলাদা ভাবে বড় হয়েছি আমরা।

ওকে বলেছি আমাদের সময় এই

ধরনের আধুনিক সরঞ্জাম ছিল না।

ক্রিকেট খেলার পরিস্থিতিই ছিল

না।" সেখান থেকে উঠে এসে

২০০৯ সালে আফগানিস্তানের হয়ে

অভিষেক ঘটে নবির। ইচ্ছা আছে

আরও কয়েক বছর খেলার।এক

সাক্ষাৎকারে নবি বলেন, "আশা

করেছিলাম এক সঙ্গে খেলব। আশ করি জাতীয় দলের হয়ে খেলব।

আমি এখনও আফগানিস্তানের হয়ে কয়েক বছর খেলতে পারব। বেশ

কিছু লিগেও খেলব। হাসান বড়

হবে। আশা করব অনূর্ধ্ব ১৯ দলে খেলবে। ক্ষমতা থাকলে জাতীয়

দলের হয়েও খেলব। প্রথম বার এক সঙ্গে খেললাম।ও বেশ চাপে ছিল। ওর প্রতিভা আছে।' হাসানের বিয়স ১৬, নবির ৩৭ বছর।

জাতীয় দলে একসঙ্গে বাবা-ছেলে খেলবে কি না তা সময় বলবে। করোনার কারণে

ফের বাতিল হতে

বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।



এগিয়ে চল সংঘের তাগুবে উত্তপ্ত উমাকান্ত



প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ঃ এতদিন মসৃণভাবে সব কিছু চলছিল। তাই ভদ্র পোশাকের আডালে অভদ্র চেহারাগুলি লুকিয়েছিল। রবিবার উমাকান্ত মাঠে সব কিছুই যেন উল্ট-পাল্ট হয়ে গেলো। আভারডগ রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে যেতেই এগিয়ে চল সংঘ-র কর্মকর্তাদের সেই অভদ্র চেহারাগুলি বেরিয়ে এলো। আগরতলার ময়দানের বৈশিষ্ট্য হলো, হারলেই রেফারির দোষ ধরে ক্লাবগুলি। এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাবের উজ্জীবিত ফুটবল শুরু থেকেই এগিয়ে চল সংঘের শিবিরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। তাই সারাক্ষণ দলের কোচ সুজিত হালদার এবং ম্যানেজার দীপক

সৈয়দ মোদি

ব্যাডমিন্টন

জিতলেন সিন্ধ

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি।। সৈয়দ

মোদি আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে

বনসোদকে। ফল সিম্বুর পক্ষে

২১-১৩, ২১-১৬। ফলাফল

দেখেই পরিষ্কার, ম্যাচে বিপক্ষ

সিন্ধুকে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার

সিন্ধুর প্রতিপক্ষ মালবিকা এর

আগে ইন্ডিয়া ওপেনে সাইনা

নেহওয়ালের মতো প্রতিপক্ষকে

হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। মনে

করা হয়েছিল, সিন্ধুর বিরুদ্ধেও

তিনি লড়াই দেবেন। সেই লড়াই

মালবিকার খেলায়। কিন্তু সিন্ধুর

মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে চাপে

ফেলার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী

সিন্ধু অনায়াসেই অভিজ্ঞতাকে

কাজে লাগিয়ে ম্যাচ বের করে

ম্যাচ বাতিল হয়ে গেল। জানা

করোনা ধরা পড়েছে। তবে তাঁর

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সংস্থার

তরফে। পরে জানানো হবে এই ম্যাচে অপর প্রতিপক্ষকে বিজয়ী

গিয়েছে, এক প্রতিযোগীর

নাম প্রকাশ করা হয়নি

ঘোষণা করা হবে নাকি

দু'জনেই যুগ্মভাবে বিজয়ী হবেন। ফাইনালে মুখোমুখি

হয়েছিলেন ফ্রান্সের দুই খেলোয়াড় আর্নড মার্কলে এবং

লুকাস ক্লেয়ারবাউট।

নেন।এ দিকে, পুরুষদের ফাইনাল

কিছুটা হলেও দেখা গেল

সেভাবে চাপে ফেলতে পারেননি

এই প্রতিযোগিতা জিতলেন সিন্ধু।

জয়ী হলেন পিভি সিন্ধু।

ফাইনালে তিনি হারালেন

ভারতেরই মালবিকা

বণিক-র টার্গেট ছিল রেফারিরা। রেফারির কোনও সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেই তাদের রোষ আঁছডে পডেছে রেফারিদের উপর। বিশেষ করে চতর্থ রেফারি আদিত্য দেববর্মা-কে এদিন কঠিন পরীক্ষায় বসতে হয়। মানুষের মুখ এত খারাপ হয় তা এগিয়ে চল সংঘের ম্যানেজার দীপক বণিক-র কথা না শুনলে কেউ বুঝবে না। চতুর্থ রেফারি আদিত্য দেববর্মা সারা জীবন ভুলতে পারবে না এদিনের দীপক-র গালাগাল। টিএফএ-র ভূমিকায় হতাশ দর্শকরা। ঘটনা হলো, এদিন রেফারি সেরকম বড় ধরনের কোনও ভুল করেনি। কিন্তু এগিয়ে চল সংঘ শুরু থেকেই পরাজয়ের আশঙ্কায় ছিল। তাই সহজ টার্গেট ছিল রেফারিরা। প্রশ্ন



হলো, একটি ক্লাব মাঠের ভেতরে এধরনের ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করলো অথচ টিএফএ-র লিগ কমিটির কাউকেই দেখা গেলো না ? যেভাবেই হোক একটি প্রতিযোগিতা শেষ করাই কি তাদের কাজ? একটি ক্লাব রীতিমতো অসভ্যতা করলো তাদের শাস্তি হবে ? লিগ কমিটি কি প্রমাণ করতে পারবে যে তারা আসর পরিচালনায় সম্পূর্ণ যোগ্য ? নাকি নপংসক ভূমিকায় থেকে যাবে টিএফএ-র লিগ কমিটি ? এদিন এগিয়ে চল সংঘ যা করলো তাতে স্তম্ভিত গোটা মাঠ। প্রত্যেকেরই প্রশ্ন, লিগ কমিটি কি করছিল? এগিয়ে চল সংঘের কতিপয় কর্মকর্তার এই অসভ্যতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া

একের পর এক অনৈতিক ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় দেখা যাচেছ টিএফএ-কে। করোনা আবহে ফুটবল হচ্ছে। সেই সমস্ত বিতর্ক দূরে সরিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করানোই যেন তাদের মূল লক্ষ্য। তাই কিছু ক্লাব অসভ্যতা করেও বহাল তবিয়তে। প্রশ উঠেছে, রেফারির ভূমিকা নিয়ে। এগিয়ে চল সংঘ-র কোচ এবং ম্যানেজার যেরকম অসভ্যতা করলো তাতে দুই জনেরই লালকার্ড দেখার কথা। তাদের সাইড বেঞ্চে বসে থাকার কথা নয়। কিন্তু আশ্চার্যজনকভাবে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

শেষরক্ষা হল না, শেষ ম্যাচে ৪ রানে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে চুনকাম হল ভারত



কেপটাউন, ২৩ জানুয়ারি।। শেষ রক্ষা হল না। এক দিনের সিরিজের শেষ ম্যাচেও হেরে গেল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪ রানে হারল ভারত। এক দিনের সিরিজে হেরে গেল ০-৩ ব্যবধানে। গত বারের সফরে টেস্ট সিরিজ হারার

পর এক দিনের সিরিজে দাপট দেখিয়েছিল ভারত। কিন্তু এ বার এক দিনের সিরিজে কেএল রাহুলের দল কার্যত আত্মসমর্পণ করল। প্রথমে ব্যাট করেই হোক বা রান তাডা করে, কোনও ব্যাপারেই তারা সফল হল না। শেষ ম্যাচে দীপক

স্বাভাবিক ভাবেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রাস্তায় হেঁটেছিল ভারত। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শার্দুল ঠাকুর, বেঙ্কটেশ আয়ার এবং ভুবনেশ্বর কুমারকে বিশ্রাম দেওয়া रराष्ट्रिल। परल এर अष्टिरलन সুর্যুকুমার যাদব, জয়ন্ত যাদব, দীপক চাহার এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।রবিবার ভারত শুরুটা ভালই করেছিল। আগের ম্যাচে প্রায় শতরানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া জানেমন মালানকে ১ রানে ফিরিয়ে দেন দীপক। তেম্বা বাভুমা রান আউট হয়ে যান ৮ রানে। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার বড ভরসা এডেন ●এরপর দুইয়ের পাতায়

চাহারের দূরন্ত পারফরম্যান্সও কাজে

লাগল না।নিয়মরক্ষার ম্যাচে

প্রিমিয়ার ক্রিকেটে জয়ী যুবশক্তি

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, জানুয়ারি থেকে ২৪টি দলকে হাজার টাকা সহ টুফি পায় আগর তলা. ২৩ জান মারি।। নিয়ে এই আসর শুরু হয়েছিলো। বিজিত দল পেয়েছে ১৫ হাজার কুমারঘাট পূর্ত দফতর মাঠে যার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো টাকা ও ট্রফি। ফাইনাল ম্যাচে ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমারঘাট যুবশক্তি। টার্গেট দেয়।জবাবে ব্যাট করতে দেব, রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত ফাইনালে তারা কৈলাসহর নেমে টার্গেটে পৌছতে পারেনি ডবলকে হারিয়ে দেয়। গত ৮

যুবশক্তি ১২ ওভারে ১৪৩ রানের কৈলাসহর ডবল। বিজয়ী দল ৪০

আয়োজিত কুমারঘাট টেনিস রবিবার। প্রথমে ব্যাট করে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট প্লে সেন্টারের সম্পাদক রিন্ট্রলাল মন্ত্রী ভগবান দাস, সুধাংশু দাস



রাজ্য সংস্থাতেও লেগেছে রাজনীতির রং

রাজ্যে দাবা আজ পণ্যে পরিণত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে চলছে। অভিযোগ, রাজ্য দাবায় এখন একটা বিক্রিযোগ্য পণ্য আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ঃ ফুটবল, ক্রিকেটের পর এরাজ্যে দাবা এখন বেশ জনপ্রিয় ইভেন্ট। তবে একদিনে রাজ্যে দাবা এতটা জনপ্রিয় হয়নি। একদিকে রাজ্য দাবা সংস্থার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম তো অপরদিকে দাবায় রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন ভালো দাবাড়ু উঠে আসার পরিপ্রেক্ষিতেই এরাজ্যে বিশেষ করে আগরতলায় এখন দাবা অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল ইভেন্ট। তবে ঘটনা হচ্ছে, দাবা যত জনপ্রিয় হচ্ছে ততই নাকি দাবাকে পুঁজি করে রীতিমত দোকান বা ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি দাবার দৌলতে কেউ কেউ নাকি প্রশাসনিক বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও তুলে নিচ্ছে। অতীতেও রাজ্যে দাবার ভালো ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। তবে দাবায় নাকি এতো ব্যবসা বা সরকারি সুযোগ হাতিয়ে নেওয়ার প্রবণতা আগে এত বেশি ছিল না। অভিযোগ, দাবার একটা জবরদস্ত প্রতিযোগিতা

শুরু হয়েছে। তালিকায় যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে তেমনি নবতম সংযোজন নাকি রাজ্য দাবা সংস্থা এবং খোদ রাজ্য ক্রীড়া পর্যদও। অভিযোগ, রাজ্য দাবা সংস্থায় নাকি রাজনীতির রং বেশ ভালো করেই লেগেছে। অতীতে নাকি রাজ্য দাবা সংস্থায় সেভাবে রাজনীতির রং লাগেনি। এছাড়া অতীতে নাকি দাবাকে ব্যবসা বা সরকারি সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে এখনকার মতো কাজে লাগানো হয়নি। এরাজ্যে অতীতে দেশের অনেক বড় বড় দাবাড়ু এসেছেন। সুতরাং দাবায় এরাজ্য অনেকদিন ধরেই সমৃদ্ধ। তবে তখন অবশ্য অনলাইনে দাবা ছিল না। সময়ের সঙ্গে অনলাইনে দাবার দাপট বেড়েছে। অভিযোগ, এরাজ্যে দাবাকে নাকি ব্যবসায় পরিণত করার পাশাপাশি সরকারি সুবিধা লুটের

আগরতলায় এখন পুরোপুরি ব্যবসা রাজনীতির রং লাগার পরই নাকি দাবা এখন কিছু লোক এবং কিছু সংস্থার কাছে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনেকটা যোগাসনের মতো। এরাজ্যে নাকি যোগাসনও এখন কিছু লোকের কাছে ব্যবসা। অভিযোগ, দাবাকে কৌশলে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে। কিছু প্রতিভাবান এবং নামি দাবাড়ুকে সামনে রেখে নাকি দাবা আজ এরাজ্যে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই ব্যবসার লাভ নাকি দাবার উন্নয়নের চেয়ে ব্যক্তিগত বা সংস্থাগতভাবে ভাগাভাগি হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানও অবশ্য বাড়তি প্রচারের জন্য দাবায় আসছে।আর এখানে সুযোগ নিচ্ছে কিছু মানুষ এবং কিছু সংস্থা। সাথে রাজ্য দাবা সংস্থা ও রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। দাবার বিনিময়ে কিছু কিছু ব্যক্তিও বাড়তি সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে বলেও দাবা মহলের দাবি। আসলে এরাজ্যে দাবা

হিসাবে জায়গা নিচ্ছে বলেও অভিযোগ। হয়তো অনেকেই রাগ করবেন। আড়ালে গালিও দেবেন। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, দাবা-কে কি আজ এরাজ্যে একটা পণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে না কিছু মানুষ? আজ দাবার জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে তাদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য দাবা সংস্থা এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের ভূমিকাও কিন্তু সঠিক মনে হয় না। আর্থিক ইস্যুতে অনেক সময় তাদেরও ব্যবসায়ীর মতো আচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। অভিযোগ, এতদিন যা হয়নি এখন নাকি রাজ্য দাবাতেও রাজনীতির রং লেগেছে। রাজ্য দাবার অতীত যাদের জানা তাদের মনে রাখা উচিত কতটা পরিশ্রম আর কতটা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রাজ্য দাবা আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন যদি কেউ নিজেদেরই দাবার ভগবান মনে করেন তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না বলা চলে।

পারে রঞ্জি ট্রফি মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারি।। আরও এক বার বাতিল হতে পারে রঞ্জি ট্রফি। গত বছর করোনার জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল ঘরোয়া ক্রিকেটের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। এ বারেও করোনার জন্য বাতিল হয়ে যেতে পারে রঞ্জি।১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল এ বারের রঞ্জি ট্রফি। কিন্তু করোনার জন্য তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। বাংলা দলের একাধিক ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই সময়। ২ এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে আইপিএল। এমন অবস্থায় রঞ্জি ট্রফি আয়োজন করার মতো সময় ভারতীয় বোর্ডের কাছে প্রায় নেই। বিসিসিআই যদিও এখনও সরকারি ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। এক সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের এক কর্তা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

সরকারি আবাসগুলি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত

দাবায় চ্যাম্পিয়ন আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ঃ এনএসআরসিসি, ভগৎ সিং যুব আবাস ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হয়েছে। এমনই গুরুতর অভিযোগ আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ঃ তুলেছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। মূলতঃ নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মডার্ন খেলোয়াড়দের কথা চিন্তা করে এই ক্লাব আয়োজিত দাবা প্রতিযোগিতায় দুইটি অত্যাধনিক আবাস গডে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো তোলা হয়েছে। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞান ঘোষ। পাঁচ রাউন্ডের ধান্দাবাজের হাতে পড়ে আজ ব্যবসা আসরে সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আবাস। খেতাব জিতলো অভিজ্ঞান। আসরে যে কোনও ব্যক্তিকেই অর্থের ৩৩ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করে। বিনিময়ে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। শুধু দ্বিতীয় স্থান পায় দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি। তাই নয়, ভাড়ার কোনও রেকর্ডও তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানাধিকারীরা থাকে না।ভগৎ সিং যুব আবাস নিয়ে হলো—আয়ুষ সাহা, নিলোৎপল অনেক আগে থেকেই এই ধরনের দত্ত, মেহেকদীপ গোপ। অনূর্ধ্ব ৮ অভিযোগ ছিল। বাম আমলেই ভগৎ বিভাগে আরাধ্যা দাস, স্বপ্নিল পাল, সিং যুব আবাসকে কেন্দ্র করে একটা শিবজ্যোতি দেব, অদৃজা সাহা, ব্যবসায়িক চক্র গড়ে উঠেছিল। অনুধৰ্ব ১০ বিভাগে বিনীত চক্ৰবৰ্তী, বিরাজ দেবনাথ, রুদ্রনীল দেবনাথ,

চলছিল। তবে বর্তমানে পুরো বিষয়র্টিই নাকি দফতর জানে। তবে সবাই নিজেদের শাসক দলীয় বাহুবলী হিসাবে পরিচয় দেয়।তাই সব জেনেও দফতর নাকি কিছু করতে পারে না। পূর্বতন এক অধিকর্তার প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। তার মদতে বর্তমানে এনএসআরসিসিও নাকি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। খেলোয়াড়দের জন্য যে ঘর বরাদ্ধ হয়েছে সেগুলি এখন অর্থের বিনিময়ে সর্বসাধারণের কাছে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ভাড়ার কোন রশিদও নেই। এক কুখ্যাত সহ-অধিকর্তা যখন এনএসআরসিসি-র দায়িত্বে ছিলেন তখন থেকেই নাকি এই দুই নম্বরি

ব্যবসা শুরু হয়েছে। বিশাল অর্থ

তোলা হয়েছে। রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়ন এবং খেলোয়াড়দের সুবিধার জন্য যে কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে তা এখন দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে খেলাধুলা প্রায় স্তব্ধ। গত বছর লকডাউন চলাকালীন সময়ে এর সুযোগ নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। অর্থের বিনিময়ে ঘর ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি এখানে নাকি জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীও পালন করা হয়। খেলাধুলার একটি পবিত্র অঙ্গন আজ তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। ধান্দাবাজরাই এখন এনএসআরসিসি-তে সাম্রাজ্য কায়েম করেছে। ক্রীড়াপ্রেমীরা

গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে অ্যাপেক্স কাউন্সিলকে

একজন ন্যায়পাল নিয়োগ করতে পারেনি। পাশাপাশি অ্যাপেক্স কাউন্সিলের একাধিক সদস্য একাধিক পদ দখল নয়। যদিও এই অবৈধ কমিটি দিব্যি রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। ৫ অফিস বেয়ারার এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যরা মিলে টিসিএ-র প্রশাসন চালাবে। গুরুত্বপর্ণ সব সিদ্ধান্ত নেবে। এটাই হলো লোধা কমিটির সুপারিশের সারাংশ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, টিসিএ একপ্রকার বেকার করে রেখেছে অ্যাপেক্স কাউন্সিলকে। অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সভাপতি এবং যুগ্মসচিব। এক্ষেত্রে শুধু অ্যাপেক্স কাউন্সিল নয়, কমিটির অন্য সদস্যদেরও মতামত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সেক্ষেত্রে অধিকাংশ কাউন্সিলারকে জানানোই হয়নি। আবার অনেকের এতে আপত্তিও ছিল। সদর দক্ষিণের তারা নিজেরাই নিজেদের গুরুত্ব আদায় করুক।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এক ক্লাব কর্তা যিনি আবার অ্যাপেক্স কাউন্সিলেরও সদস্য। **জানুয়ারিঃ** লোধা কমিটিকে মান্যতা দিয়েই নাকি সভাপতি এবং যুগ্মসচিব এই ব্যক্তিকে সামনে রেখে সচিব টিসিএ-র কমিটি গঠিত হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত অপসারণের কাজে হাত দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। বাকি কাউন্সিলারদের গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, রাজ্য জুড়ে ক্রিকেট বন্ধের যে ফরমান জারি করে আছেন।সুতরাং এই কমিটি আদৌ বৈধ তা নিশ্চিত করে ছিলেন যুগ্মসচিব সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও কাউ ন্সিলার দের মতামত নেওয়া হয়নি। বস্তুতঃ কাউন্সিলাররা বুঝতেই পারছে না তাদের ভূমিকা কি? সদরের কয়েকটি ক্লাবের দুই-তিনজন কর্তা যারা আবার কাউন্সিলের একমাত্র তারাই টিসিএ-র কাছে কিছুটা গুরুত্ব পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্লাব রাজনীতি একটা বড় কারণ। এমনিতেই অধিকাংশ ক্লাব টিসিএ-র উপর ক্ষুব্ধ। তাই দুই-তিনটি ক্লাবকে হাতে রাখতে চায় তারা। এই কারণেই তাদেরকে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজ্যের ক্রিকেট এই সময় গভীর সংকটে। দরকার সদর্থক কিছু করা। সচিব অপসারণের মতো একটি অনৈতিক কাণ্ড ঘটালেও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া উচিত অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যদের। টিসিএ-র অপেক্ষায় না থেকে

বন্ধ জাতীয় ক্রিকেট, টিসিএ-র ক্লাব ক্রিকেট

চরম আর্থিক সংকটে টেনিসে ঝুঁকছে ক্রিকেটাররা

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ঃ টিসিএ-র বর্তমান কমিটির কল্যাণে দুই মরশুম ধরে বন্ধ ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট। একই অবস্থা মহকুমা ক্লাব ক্রিকেটেও। এর মধ্যে সিনিয়র ক্রিকেটারদের জন্য দুঃসংবাদ হলো এবারও হচ্ছে না বিসিসিআই-র রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট। এই বছর যদি রঞ্জি ট্রফির খেলা হতো তাহলে ত্রিপুরার কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার প্রতি ম্যাচে ২.৪ লক্ষ টাকা করে ৫ ম্যাচে ১২ লক্ষ টাকা ম্যাচ মানি পেতো বোর্ড থেকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা খবর, তাতে এই বছর বিসিসিআই-র জাতীয় সিনিয়র চারদিনের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট হচ্ছে না। একদিকে রঞ্জি ট্রফি বাতিল তো অন্যদিকে দুই মরশুম ধরে বন্ধ আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট। ফলে চরম আর্থিক সংকটে রাজ্যের একটা বড় অংশের ক্রিকেটার।জানা গেছে, অতীতে এই সময়ে টিসিএ-র একাধিক ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হতো। পাশাপাশি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, হতো মহকুমায় ক্লাব ক্রিকেট। ফলে ক্লাব ও মহকুমা ক্রিকেটের জন্য ক্রিকেটারদের পুরোপুরি সময় দিতে হতো। ক্লাবগুলিও ভালো রেজান্টের জন্য তাদের দলের প্রতিটি ক্রিকেটারের খবর রাখতো। ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট ও মহকুমা ক্লাব ক্রিকেটের চাপে রাজ্যের ক্রিকেটারদের তখন অন্য কিছুতে সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন নাকি অন্য চিত্র। অভিযোগ, বেশ কিছু ক্রিকেটার অর্থের অভাবে এখন চটিয়ে টেনিস ক্রিকেটে অংশ নিচেছ। নাম ভাঁড়ি য়ে এখানে-ওখানে টেনিস ক্রিকেট খেলছে। জানা গেছে, অভাবের তাড়নায় নাকি অনেক নামি ্রিক্রিকেটার ৫০০ টাকা, ১০০০ সিচ্ছে। দুই সিজন ধরে বন্ধ ঘরোয়া টাকায় টেনিস ম্যাচে নেমে পড়ছে। জানা গেছে,চরম আর্থিক সংকটে সিনিয়র ক্রিকেটারদের পাশাপাশি অনেক জুনিয়র ক্রিকেটারও টেনিস খেলছে। এই প্রসঙ্গে ক্লাবগুলির ক্লাব ক্রিকেট না হওয়ায় বক্তব্য, এর জন্য পুরোপুরি দায়ী

টিসিএ। যেখানে ক্লাব ক্রিকেট ও মহকুমা ক্রিকেটে এখন খেলার কথা ছিল সেখানে বাধ্য হয়ে তারা টেনিসে খেলছে। কোন কোন ক্রিকেটার ক্লাবে খেলে বছরে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেতো। কিন্তু গত বছরের মতো এই বছরও ক্লাব ক্রিকেট না হওয়ায় খেলোয়াড়রা কোন টাকা পায়নি। যেহেতু ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র কোন চিস্তাভাবনা নেই তাই ক্লাবগুলিও ক্রিকেটারদের কোন কিছ বলে না। এছাড়া দলবদল না হলে তো কে কোন দলে খেলবে তাও বলা যাবে না। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেন, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি আজ তিলে তিলে রাজ্যের ক্রিকেটকে শেষ করে ক্লাব ক্রিকেট। একটা সিজনে একটা ক্লাব প্রায় ৭-৮ লক্ষ টাকা পায়। কিন্তু দুই সিজন ধরে খেলা না হওয়ায় ক্লাব ১৪-১৬ লক্ষ টাকা পাচ্ছে না। আর

●এরপর দুইয়ের পাতায়

লিগ জমিয়ে দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ঃ হোঁচট খেলো ফেভারিট এগিয়ে চল সংঘ। রাখাল শিল্ড থেকেই বড় বাজেটের দলটি মসৃণ গতিতে এগোচ্ছিল। খেতাব জয়ের প্রশ্নেও তাদেরকে এগিয়ে রেখেছে বিশেষজ্ঞরা। সেই দলটি রবিবার এক জবরদস্ত ধাক্কা খেলো। রামকৃষ্ণ ক্লাবের কাছে হেরে গেলো এগিয়ে চল সংঘ। অনেক দিন পর প্রথম ডিভিশনে খেলতে এসেই রীতিমতো চমকে দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। এদিন আভারডগ হিসাবে শুরু করেও একটি অসাধারণ জয় ছিনিয়ে নিলো তারা। সেই সঙ্গে চলতি প্রথম ডিভিশন লিগ ওপেন করে দিলো। ফরোয়ার্ড, এগিয়ে চল সংঘের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ ক্লাবও খেতাবি দৌড়ে উঠে এলো। এককথায় চমকপ্রদ ফলাফল দেখা গেলো উমাকান্ত মাঠে। এগিয়ে চল সংঘ এদিনও ভালো খেলেছে। শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড

তুলেছে। তবে রামকৃষ্ণ ক্লাবের রক্ষণভাগ এগিয়ে চল সংঘের আক্রমণ রুখতে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে। শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে অযথা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করেনি রামকৃষ্ণ ক্লাব। তাদের শক্তি অনুযায়ী মূলতঃ কাউন্টার অ্যাটাকের উপর নির্ভর করেছে। সত্যম, প্রবীণ, ধনরাজ-দের পাশাপাশি বিকাশ, ভক্তিপদ-রা সুযোগ পেলেই পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়েছে। কোচ কৌশিক রায় বেশ বুদ্ধি করে সাজিয়েছিলেন। এগিয়ে চল সংঘের মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই রামকৃষ্ণ ক্লাব রক্ষণ জমাট রেখে মাঝমাঠে একজন ব্লকার রেখে দেয়। ফলে অন্যদিনের তুলনায় এগিয়ে চল সংঘের ফুটবলাররা অনেক কম জমি পেলো। এরই মাঝে ম্যাচের ১২ মিনিটে অ্যারিস্টাইডের গোলে এগিয়ে যায় এগিয়ে চল সংঘ।

তৈরি হলো। অন্যদিকে রামকৃষ্ণ ক্লাবও আস্তে আস্তে আক্রমণে লোক বাড়ায়। ম্যাচের ৪১ মিনিটে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে সমতায় নিয়ে আসে ভক্তিপদ জমাতিয়া। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে শেষ হয় ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধে ফের গোলের জন্য ঝাঁপায় এগিয়ে চল সংঘ। বিদেশি অ্যারিস্টাইড-কে এদিন কিছুটা হলেও আটকে দিতে পেরেছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। এই বিষয়টা গোটা দলকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলে। ম্যাচের ৫৩ মিনিটে সুযোগসন্ধানী বিকাশ ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে। ২-১ গোলে জয় পায় রামকৃষ্ণ ক্লাব। রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় এগিয়ে চল সংঘ-র বীরনারায়ণ এবং রামকৃষ্ণ ক্রাবের বিকাশ ত্রিপুরা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

আনে এগিয়ে চল সংঘ। সুযোগও

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টোধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

এক কোটির হেরোইন-সহ গ্রেফতার ২



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। শহরে উত্তেজক নেশা দ্রব্য ছেয়ে যাচ্ছে। শহরের কাছেই বালুয়ারচর এলাকায় এক বাড়ি থেকে পুলিশ পেল এক কোটিরও বেশি টাকার নেশা সামগ্রী।

ঘর নির্মাণ

রবিবার রাতে এক কোটি টাকার ওপর হেরোইন সমেত দুইজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে এত বিশাল টাকার হেরোইন কতজনের কাছে বিক্রি হচ্ছে। রাজ্যের যুব সমাজের

বহির্রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের

সামনেও বার বার লুষ্ঠিত হচ্ছে

রাজ্যের সম্মান। কিছু অটো

যাত্রীদের রীতিমতো গুভামিতে

বিরক্ত যাত্রীরা। অটো থেকে পর্যন্ত

টেনে হিঁচডে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে

যাত্রীদের। বিমানবন্দর এবং

রেলস্টেশন যেন কিনে নিয়েছেন

কিছু বিএমএসধারী অটোচালক।

তাদের কিছু বলার মতো হিম্মত নেই

মন্ত্রী থেকে শুরু করে পরিবহণ

দফতরের কোন কর্মচারীর।

আগরতলা বিমানবন্দরে শুরু

হয়েছে একাংশ বিএমএসধারী অটো

চালকের দাদাগিরি। এরা আবার

আগরতলা রেল স্টেশনেও যাত্রী

হেনস্থার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজ্য

সরকারের উদ্যোগে যাত্রী সুবিধা

দিতে চালু হওয়া বিভিন্ন অ্যাপ

এখনও মানুষকে পরিসেবা

ঠিকভাবে দিতে পারছেন না। চড়া

দামে কিছু বিএমএসধারী অটো

চালক যাত্রীদের যাতায়াত করতে

বাধ্য করছেন। জোর করে যাত্রীদের

উবের এর অটো থেকে নামিয়েও

দেওয়া হচ্ছে। রবিবারও এই ধরনের

ঘটনা বিমানবন্দরের সামনে লক্ষ্য

করেছেন স্থানীয়রা। কিন্তু পরিবহণ

দফতর অথবা প্রশাসন এই সব

বিষয়ের খবর প্রত্যেকদিন পেয়েও

একটি বড় অংশ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে বলেও অভিযোগ উঠছে। রবিবার রাতে বালুয়ারচরে নারায়ণ সরকার বাড়িতে অভিযান করে পুলিশ এক কিলো হেরোইন উদ্ধার করেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

অনির্বাণ দাস জানান, রাত আটটা নাগাদ খবর আসে নারায়ণের বাড়িতে নেশা দ্রব্য রাখা হয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতে এসডিপিও আশিস দাস, ওসি সঞ্জীব লস্করের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান করে। নারায়ণের বাড়ি থেকে ৬৪ টি কেসের মধ্যে হেরোইন এর প্যাকেট পেয়ে যায় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় নারায়ণ এবং তার ছেলে রাকেশ সরকারকে। দু'জনকেই থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, এই ঘটনায় আবারও পরিষ্কার এডিনগর থানা এলাকা সহ শহরের বহু জায়গায় নেশাদ্রব্য দেদার বিক্রি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এইসব বুঝেই হয়ত-বা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের কথা সম্প্রতি বারবার বলে যাচ্ছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে দলের সব জায়গার নেতা এবং তার পুলিশ সাড়া দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। যে কারণে নেশার ব্যবসা বন্ধ হচেছ না। হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি এই প্রশংসা করেছেন।

নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপন ঋণের চাপে আত্মঘাতী বধূ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। পারিবারিক অশাস্তির জেরে আত্মঘাতী এক তরুণী বধূ। তার নাম সরস্বতী দেবনাথ। রবিবার জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে এই বধূর। বধূর বাড়ি শহরতলির আনন্দনগর এলাকায়। বিষপান করার ফলেই মারা গেছেন সরস্বতী বলে পরিবার সূত্রে খবর। জানা গেছে, সরস্বতীর স্বামী দিলীপ দাস একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। ঘরে তিনি টাকাপয়সা দিতেন না। পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, পরিবার চালাতে সরস্বতী বন্ধন থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু তার স্বামী ঋণের টাকা ফিরিয়ে দিতে রাজী নন। যে কারণে সরস্বতী বন্ধনের ঋণ জমা দিতে পারছিলেন না। এনিয়ে রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বন্ধন থেকেও। পরিবারে প্রত্যেকদিনই ঝগড়া চলতো। শেষ পর্যন্ত বিষপান করে সরস্বতী। তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এখানেই রবিবার তিনি মারা গেছেন। এই ঘটনায় অবশ্য এখনও থানায় কোনও ধরনের অভিযোগ জমা পড়েনি।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজির দেশপ্রেম সকল দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের সবকয়টি সরকারের চাইতে সব দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাছাডাও রেলমন্ত্রক থেকে হাওড়া-কালকা এক্সপ্রেসের নাম 'নেতাজি এক্সপ্রেস' করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ রবিবার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন শ্রদার সঙ্গে রয়েছেন বাপুজী, স্বামীজী ও নেতাজি। সূভাষ চন্দ্ৰ বসু অসামান্য নেতৃত্বের জন্য নেতাজি হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৮ সালে তাঁকে দেশনায়ক বলে আখ্যায়িত করেন। নেতাজি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ও অনুসারী। নেতাজি বলতেন, স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হয়। দেশমাতৃকাকে পরাধীন মুক্ত করতে তিনি এগারোবার ব্রিটিশ সরকারের হাতে কারাবরণ করেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নেতাজি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তী নেতা। তিনিই প্রথম দেশে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের পরিচালন কমিটির সম্পাদক তপন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু বিকাশ সেন, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসীম সাহা এবং বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।

এখনও অগণিত মানুষের হৃদয়ে

সংস্কৃতি ভবনে ১২৬ তম নেতাজি থেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি দিল্লির প্রধান অতিথির ভাষণে একথা লালকেল্লায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্ৰ বলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের বসুকে নিয়ে একটি ডিজিটাল আগে শিক্ষামন্ত্ৰী শ্ৰীনাথ সহ উপস্থিত মিউজিয়াম চালু করেছেন। ২০২১ অতিথিগণ নেতাজির প্রতিকৃতিতে সালে নেতাজির জন্মদিনকে পরাক্রম পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

পুলিশের কাছে ২৭ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছে আদালত। জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারি মঠ চৌমুহনি বাজারের সামনে থেকে আদালতের কর্মী সুদীপ নাথ ভৌমিকের টিআর-০১-এসি-৪৯৮২ নম্বরের স্কৃটি চুরি হয়। ওই রাতেই তিনি পূর্ব থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করেন। দু'দিন পর তিনি আবার থানায় চুরির ঘটনায় এফআইআর নিতে আরও একটি দরখাস্ত জমা করেন। কিন্তু পলিশ এই ঘটনায় এফআইআর নেয়নি। গোটা বিষয়টি খামখেয়ালি পালশের ডপর ভরসা হারিয়ে এবং আদালতের অন্য পুলিশ কর্মীরা। শেষ পর্যস্ত তারা এম পরিবহণ অ্যাপে শনিবার পরীক্ষা

হয়েছে। স্কুটির নতুন মালিক নরেশ চন্দ্র পাল তার বাড়ি রানিরবাজারের মরা চৌমুহনি এলাকায়। আদালত কর্মীরা নিজেরাই রানিরবাজার থানার সঙ্গে এই ঘটনা নিয়ে যোগাযোগ করেন। থানা পলিশের সহযোগিতায় রানিরবাজার থেকে চুরি যাওয়া স্কুটি-সহ এক অভিযুক্তকে আটক করে রানিরবাজার থানার পুলিশ। স্কৃটির সঙ্গে পাওয়া যায় নরেশের ভাতিজা অম্লান পালকে। অম্লানই স্কৃটি চালায়। যথারীতি রানিরবাজার থানার পুলিশ অম্লান-সহ স্কুটিটি

হাতে তুলে দেয়। কিন্তু রাতেই স্কুটির মালিক সুদীপ নাথ জানতে পারেন পুলিশ এখনও পর্যন্ত এফআইআর নেয়নি। শনিবার রাতেই পুলিশ এই ঘটনায় এফআইআর গ্রহণ করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮২ (ডি) ধারায় জামিন অযোগ্য মামলাটি নেওয়া হয়। রাতে থানায় আটক করে রাখা হয় অম্লান পালকে। অম্লান পুলিশের কাছে তখনই জানিয়েছিল বাইকটি তাদের কাছে বিক্রি করেছে হরিজয় চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথ। স্কুটির এরপর দুইয়ের পাতায়





Samrat with Minarals Drinking Water

ত্রিপুরাতে এই প্রথম বার অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা মিনারেল যুক্ত জল তৈরি হচ্ছে আমাদের এখানে। আমরা ত্রিপুরার সব জায়গায় জলের ডিস্ট্রিবিউটার দিচ্ছি। যারা এই জলের ডিস্ট্রিবিউটার নিতে ইচ্ছুক অতিসত্বর যোগাযোগ করুন আমাদের নিচে দেওয়া মোবাইল নম্বরে।

উদয়পুর, নিউটাউন রোড।

MO: 9862227482/8259015434/8256918971

JOB ZONE

ত্রিপুরার মধ্যে 6 টি নতুন ব্রাঞ্চ অফিস সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন উচ্চ ও স্থায়ী পদে 26 জন (S.T) ও 30 জন (Other's) তরুণ/ তরুণী নিয়োগ করা হবে।

বয়স - 18-26 বছর। যোগ্যতা - মাধ্যমিক - গ্র্যাজুয়েট বেতন 5500/- টাকা - 25000/- টাকা।

তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Contact: 9774627911 /9862108155

না করেই অর্থ হাপিস প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো উদয়পুরের এক কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি

জানাজানি হতেই গোটা পুর

এলাকায় শোরগোল পড়ে গেছে।

অভিযোগ, ওই কাউন্সিলার নিজের

পরিবারের নামে ঘর বরাদ্দ



দেখিয়ে দেন। অথচ প্রতিবেশী মহিলা নিজের কষ্টার্জিত অর্থে সেই ঘর নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলার টাকা হাতিয়ে নিয়েও নিজের বাডিতে ঘর নির্মাণ করেননি। যা এলাকাবাসী এখন জেনে গেছেন। তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন পুর এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুপ করে বসে আছে। যে কারণে যানবাহন বিমানবন্দরে টিকতে দেন আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। না। যাত্রীদের রাস্তার মধ্যেই অটো,

বিমান এবং রেল যাত্রীরা প্রত্যেকদিন গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেয়। চড়া দামে গস্তব্যস্থলে যাতায়াত চুড়ান্ত অপমান করা হয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকারি অতিথিদের। কিন্তু প্রশাসন অদ্ভুত ঘোষণা শুধুমাত্র কাগজে কলমে থাকছে। পুলিশ এবং প্রশাসনকে কারণে এই সব অটো চালকের কাছে



দেখা মেলে না যাত্রী অসুবিধার সময়। যাত্রীরা প্রায়ই নিজেদের এই সময়ে প্রশাসনকে পাশে না পেয়ে হতাশ হয়ে যাচ্ছেন। বছরখানেক আগে আগরতলা বিমানবন্দরে উবের পরিসেবা শুরু করে। একইসঙ্গে গোটা শহরেই কম মুল্যে এই অটো পরিসেবা শুরু হয়। মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় নিজেও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বড় শহরওগুলিতে এই ধরনের অটো, গাড়ি পরিষেবা স্বাভাবিক বিষয়। রাজ্য ও আগরতলা বিমানবন্দর আধুনিক হয়েছে। কিন্তু যানবাহনের পরিষেবা এখানে আধুনিকতা পায়নি। এর বড় কারণ কিছু বিএমএসধারী অটো চালকের দাদাগিরি।এরা অন্য কোনও

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৪০০ ভরিঃ ৫৬,৪৬৬

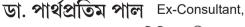
মাথানত করে বসে আছে। আগরতলার বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবন উদ্বোধনের পর থেকে অটো চালকরা পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই সময়ে অন্য অটো বা ছোট গাড়ি বিমানযাত্রীদের পরিষেবা দিতে গেলে গুভামিতে নেমে পড়ছেন কিছু অটো চালক। কিন্তু যাত্রীরা বার বার অসুবিধার কথা বলে গেলেও পরিবহণ দফতর বা প্রশাসন এই সব নিয়ে চুপ থাকে। এরপর দুইয়ের পাতায়

Admission open

Admission open-2022 October seasion (NIOS) Open Schooling (MHRD)

Call-8862709107 8794415227

চক্ষু চিকিৎসা



LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন। ক্লিনিকঃ কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে। সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা রবিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

ঃ যোগাযোগ ঃ

8583948238, 9436124910, 0381-2324435

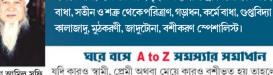
Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা

ঘরে বসে A to Z সমস্যার সমাধান যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান



टान रेटिया अत्रन छालि





নেশায় প্রাণ গেল যুবকের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জানুয়ারি।। নেশার করাল গ্রাসে রাজ্যের যুব সমাজ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা সবারই জানা। কিন্তু তারপরও যুব সমাজকে কোনভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। বহু যুবক নতুন করে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। পুলিশ এবং প্রশাসন নেশার কারবার বন্ধে সক্রিয় হলেও রাঘববোয়ালরা কখনও জালে ধরা পড়ে না। সেই কারণে নেশার ব্যবসা বন্ধ করা এক প্রকারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো সেই কারণেই তরতাজা যুবকরা নেশার করাল গ্রাস থেকে কোনভাবেই নিজেদের রক্ষা করতে পারছেন না। তেলিয়ামুড়ার আরও এক যুবক সেই নেশার করাল গ্রাসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ওই যুবকের বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সে দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আসক্ত ছিল। রবিবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা যুবককে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই যুবক। যুবকের মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা তার মৃতদেহের সামনেই অঝোরে কাঁদতে থাকেন। ওই যুবকের মৃত্যু আবারও প্রমাণ করলো তেলিয়ামুড়া শহর এবং শহর লাগোয়া এলাকায় কিভাবে নেশার জাল ছড়িয়ে আছে। উঠতি বয়সের যুবকরা ক্রমেই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। গত বছরও আরও এক যুবক এভাবে প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিশেষ করে গামাইবাড়ি, লেম্বুছড়া, ব্রহ্মছড়া, চাকমাঘাট-সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি নেশা সামগ্রী ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর নিরীহ যুবকরা তাদের ফাঁদে পড়ে অজান্তেই মৃত্যুকে কাছে টেনে নিচ্ছে। একাংশ যুবকদের টাকার লোভ দেখিয়ে ওই ব্যবসার সাথেও যুক্ত করছে রাঘলবোয়ালরা। নিন্দুকেরা বলছেন, রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন না হলেও গত কয়েক বছরে নেশার ব্যবসার এরপর দুইয়ের পাতায়

করে দেখেন স্কুটির মালিকানা বদল আটক করে পূর্ব থানা পুলিশের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ।। বাইক চোরের সঙ্গে পুলিশ এবং পরিবহণ দফতরের যোগসাজশের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। চুরির মাত্র ১৬ দিনের মধ্যেই বাইক অন্য একজনের নামে রেজিস্ট্রেশন করে বিক্রি করারও ব্যবস্থা হয়ে যায়। চোর ধরে দিলেও পুলিশ রাতারাতি আসামি ছেড়ে দিয়ে মীমাংসা করিয়ে নিতে উদ্যোগও গ্রহণ করে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার অন্যতম মূল নায়ক পূর্ব থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে। থানার প্রাক্তন ওসি সরোজ ভট্টাচার্য টিপিএস গ্রেড টু হিসেবে পদোন্নতি থানায়। চুরির বাইক উদ্ধারে পাওয়ার পর ওসির দায়িত্ব যায় শিব রঞ্জন দে'র কাছে। ওসির দায়িত্ব নিয়েই বাইক চোরদের সঙ্গে ঘুস বাণিজ্যে নেমে পড়েছেন এই ওসি বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায়

করে ফেলে রেখে দেওয়া হয় পূর্ব নিজেরাই তদন্ত শুরু করে সুদীপ

া নাইটিংগেল নার্সিং হোম ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা সাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী



ः योगीयोगः

0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কস্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্তর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে। মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন নস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সস্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বিশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।